القول المعتبر في الإمام المنتظر

প্রতীক্ষিত

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম

নির্ভরযোগ্য তথ্য

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

www.SahihAqeedah.com

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল করীম। আম্মাবাদ-

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মহাপুরুষ, মুসলিম জাহানের বহুল সমাদৃত এক মহান ব্যক্তিত্ব, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ, মুফাসসিরে কুরআন, রাহনুমায়ে শরীয়ত, মুবাল্লিগে দ্বীন ও মিল্লাত, যিনতে কাদেরিয়্যত, শায়খুল ইসলাম, আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী (মা.জি.আ.)। ১৯৮১ ইং সালে তিনি রূহানী সংগঠন 'তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআন' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ৮৫টিরও বেশী দেশে তাঁর এ সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত। এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৫ মিলিয়নে পৌঁছেছে। শরীয়ত-ত্বরীকত ভিত্তিক এ সংগঠনের মাধ্যমে সারাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ পথহারা মানুষ সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ড. তাহেরুল কাদেরী তাঁর আকর্ষণীয় বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সারাবিশ্বের মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছেন এবং অনেক ইয়াহুদী, খৃষ্টান, শিখ ও কাদিয়ানী আকৃষ্ট হয়ে তাঁর হাতে ঈমান এনে ধন্য হন।

'মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল' এর শিক্ষা কার্যক্রমও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসিত উদ্যোগ। দ্বীনি এ খেদমত ও মহতী উদ্যোগকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে তাঁর সংগঠন 'মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল' এর বাংলাদেশ শাখা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রকাশনা বিভাগ 'মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন' কর্তৃক প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী'র লিখিত সহস্রাধিক কিতাব হতে সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে ধারাবাহিকভাবে কিতাবসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে- 'মানব জগতের প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনার সনদ এর আইনী বিশ্লেষণ'।

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম'র তাশরীফ আনয়ন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা শরীয়তে মুহাম্মদী কর্তৃক স্বীকৃত একটি চিরসত্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। যদিও বর্তমানে অনেকে এ বিষয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। কেউ বলে- ইমাম মাহদী'র আবির্ভাব হয়ে গিয়েছে; কেউ বলে- তাঁর আবির্ভাব সন্নিকট; আবার কেউ কেউ এ বিষয়টিকেই পূর্ণ অস্বীকার করে। ফলে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট বিষয়টির সঠিক তথ্য উপস্থাপন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী'র লিখিত **'আল কাওলুল মু'তাবার ফিল ইমামিল মুনতাযার'** এর অনুবাদগ্রন্থ **'প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী (আ.) নির্ভরযোগ্য তথ্য'** প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ অনুবাদের সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মাওলানা মীর মুহাম্মদ জাবেদ ইকবাল। তবে অনুবাদের পূর্ণতা ও সম্পাদনাসহ বইটি প্রকাশের উপযোগী করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব **মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন**। অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাদের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। 'মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন' এর পক্ষ হতে তাঁদেরকে মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন এবং এ সংগঠনের মহতি উদ্যোগকে সফল বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমীন।

পাবলিকেশনের পক্ষে-

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম জেনারেল সেক্রেটারী

মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ শাখা।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ৭

প্রথম পরিচ্ছেদ ২১

হযরত মাহদী আলাইহিস সালাম বরহক ইমাম এবং তিনি ফাতেমার বংশোদ্ভূত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৪

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শাসনামল ব্যতিরেকে কিয়ামত সংঘটিত হবে না

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৮

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম পৃথিবীর বুকে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ এমন শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, যাতে আসমান ও যমীনবাসী আনন্দিত হবে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৩১

সকল অলি-আবদাল ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩৫

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম 'আল্লাহর প্রতিনিধি' হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত হবেন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩৮

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পুনরায় দ্বীন ইসলামের বিজয় ও আধিপত্য অর্জিত হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৪৩

শান্তিপূর্ণ সমাজ ও জনসাধারণের সম্পদের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের রাজত্বকাল হবে অতুলনীয়

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৪৯

আল্লাহর অশেষ নিয়ামত প্রাপ্তির বিবেচনায় ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের বেলায়ত ও রাজত্ব হবে দৃষ্টান্তহীন

নবম পরিচ্ছেদ ৫২

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করবেন

দশম পরিচ্ছেদ ৫৮

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের আনুগত্য ওয়াজিব; তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করা কুফরি

একাদশ পরিচ্ছেদ ৬০

শেষ যামানার ইমাম হবেন ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম; তাঁর জন্য আসমান-যমীনের নিদর্শনসমূহ প্রতিভাত হবে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৬৪

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম পৃথিবীর বুকে দ্বাদশ ইমাম ও আল্লাহর সর্বশেষ খলীফা।

গ্রন্থপঞ্জী ৭১

Sahihaqeedah.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

মুখবন্ধ

আজ সেই ঐতিহাসিক ১৮ জিলহজ্ব, যেদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিদায় হজ্ব থেকে মদীনা শরীফে ফেরার পথে [মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থান] 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে অবস্থান নেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের জনসমুদ্রে সৈয়্যদুনা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাত মুবারক উত্তোলণপূর্বক ঘোষণা করেন : من كنت مؤلاه فعلى مولاه

"আমি যার অভিভাবক, আলী তার অভিভাবক"।

এ ঘোষণা ছিল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়তের [অভিভাবকত্বের]। এ বাণী কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদারের জন্য প্রযোজ্য। আর এর মাধ্যমে এ অকাট্য বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অভিভাবকত্বকে অস্বীকার করল, সে যেন মূলতঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র অভিভাবকত্বকেই অস্বীকার করল। এই অধম অনুধাবন করলাম যে, কিছু কিছু লোক এ বিষয়টিতে দোদুল্যমানতায় ভুগে থাকে তাদের জ্ঞানের অভাবে; আবার কেউ কেউ আত্মম্ভরিতা ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে। ফলে এ দোদুল্যমানতা ও অস্বীকৃতি উম্মতের মাঝে বরাবরই বহুধা-বিভক্তি ও দলাদলি বৃদ্ধির কারণ হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি আবশ্যক মনে করলাম যে, বেলায়ত ও ইমামত সংক্রান্ত দু'টি পুস্তক প্রণয়ন করব। একটির নাম হবে- السيف الجلى على منكر ولاية على ﷺ এবং অপরটির নাম হবে- القول المعتبر فى الإمام المنتظر ।

প্রথমোক্ত পুস্তকের মাধ্যমে বেলায়তের আদি পুরুষ বা প্রথম অভিভাবক হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যক্তিমর্যাদা নিয়ে আলোচনা করব এবং শেষোক্ত পুস্তকটির মাধ্যমে খাতেমে বেলায়ত বা সর্বশেষ অভিভাবক হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে আলোকপাত করব, যাতে করে সর্বধরণের সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং এই মৌল বিষয়টি আপামর জনসাধারণের কাছে প্রতিভাত হয়ে যায় যে, আলী (রাদ্বি.)'র অভিভাবকত্ব এবং মাহদীর অভিভাবকত্ব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রণিধানযোগ্য

হাদীসের কিতাবাদিতে মুতাওয়াতির রেওয়ায়ত দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে।

আমি প্রথমোক্ত পুস্তকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র একান্নটি হাদীস বিশ্লেষণ ও তথ্যসূত্র সহকারে উল্লেখ করেছি। হাদীসের সংখ্যা একান্নতে নির্ধারণের কারণ হল, এ বছর এই অধমের বয়স একান্ন বছর পূর্ণ হয়েছে। এজন্য বরকত অর্জন এবং কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় বিনয়াবনত হয়ে এ সংখ্যাগত সম্বন্ধকে উসীলা হিসাবে অবলম্বন করেছি, যেন হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পবিত্র দরবারে এ অধমের নজরানা গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা লাভ করে। [আমীন]

ভূমিকায় এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে চাই যে, হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পবিত্র সত্ত্বা হতে তিন ধরনের উত্তরাধিকার অব্যাহত আছে :

১. খেলাফতে বাতেনী [অপ্রকাশ্য প্রতিনিধিত্ব]'র রূহানী উত্তরাধিকার।

২. খেলাফতে জাহেরী [প্রকাশ্য প্রতিনিধিত্ব]'র রাজনৈতিক উত্তরাধিকার।

৩. খেলাফতে দ্বীনি [ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব]'র সাধারণ/সামগ্রিক উত্তরাধিকার

খেলাফতে বাতেনী [অপ্রকাশ্য প্রতিনিধিত্ব]'র রূহানী উত্তরাধিকার আহলে বায়তের পবিত্র সত্ত্বাগণকে দান করা হয়েছে।

খেলাফতে জাহেরী [প্রকাশ্য প্রতিনিধিত্ব]'র রাজনৈতিক উত্তরাধিকার খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র সত্ত্বাসমূহকে দান করা হয়েছে।

খেলাফতে দ্বীনি [ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব]'র সাধারণ/সামগ্রিক উত্তরাধিকার অবশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণকে দান করা হয়েছে।

খেলাফতে বাতেনী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রতিনিধিত্বের সেই ঝর্ণাধারা যার মাধ্যমে শুধুমাত্র দ্বীনে ইসলামের আত্মিক পূর্ণতা ও বাতেনী ফয়েজসমূহ সংরক্ষিত হয়নি; বরং এ দ্বারা উম্মতের মাঝে বেলায়ত, কুতুবিয়াত, মুসলিহিয়্যাত ও মুজাদ্দেদিয়াতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং এরই মাধ্যমে উম্মত রূহানিয়াতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দ্বারা ধন্য হয়েছেন।

খেলাফতে জাহেরী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রতিনিধিত্বের সেই ঝর্ণাধারা, যার মাধ্যমে সত্যধর্মের বিজয় ও ইসলামের পূর্ণতা বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং পৃথিবীতে দ্বীনে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র অবস্থান সুদৃঢ় ও অব্যাহত রয়েছে। এরই মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতি ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জাগতিক শৃঙ্খলা হিসাবে পৃথিবীতে বাস্তব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

খেলাফতে দ্বীনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রতিনিধিত্বের সেই ঝর্ণাধারা, যার মাধ্যমে উম্মতের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রসারতা ও সৎকর্মসমূহের বাস্তবায়ন অস্তিত্বে এসেছে। এর মাধ্যমে উম্মতের মাঝে শুধু ইলম ও তাকওয়াই সংরক্ষিত হয়নি; বরং ইসলামী আদর্শ-চরিত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। অতএব,

প্রথম প্রকার : 'খেলাফতে বেলায়ত' হিসাবে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় প্রকার : 'খেলাফতে সলতানাত' তথা রাজত্বের খেলাফত হিসাবে স্বীকৃত।

তৃতীয় প্রকার : 'খেলাফতে হেদায়াত' তথা হেদায়তের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উত্তরাধিকারের এ বন্টন সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

پس وراث آنحضرت ہم بسه قسم منقسم اند فورائه الذين أخذوا الحكمة والعصمة والقطبية الباطنة، هم أهل بيته وخاصته وورائه الذين أخذوا الحفظ والتلقين والقطبية الظاهرة الإرشادية، هم أصحابه الكبار كالخلفاء الأربعة وسائر العشرة، وورائه الذين أخذوا العنايات الجزئية والتقوى والعلم، هم أصحابه الذين لحقوا باحسان كأنس وأبى هريرة وغيرهم من المتأخرين، فهذه ثلاثة مراتب متفرعة من كمال خاتم الرسل ﷺ

হুযুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উত্তরাধিকার বহনকারীগণ তিন প্রকারের। প্রথম প্রকার- তাঁরাই, যারা তাঁর নিকট হতে হিকমত, ইসমত [পাপমুক্ততা] এবং বাতেনী কুতুবিয়াতের ফয়েজ অর্জন করেছেন; তাঁরা তাঁর আহলে বায়ত এবং বিশিষ্টজন।

দ্বিতীয় প্রকার- তাঁরাই, যারা তাঁর নিকট হতে হিফয, তালক্বীন ও হিদায়তের দ্বারা গুনান্বিত জাহেরী কুতুবিয়াতের ফয়েজ অর্জন করেছেন; তাঁরা হলেন- বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। যেমন- চার খলীফা, আশারায়ে মুবাশ্শারাহ [দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী]।

তৃতীয় প্রকার- তাঁরাই, যারা ব্যক্তিগতভাবে ইলম ও তাকওয়ার ফয়েজ অর্জন করেছেন। এঁরা সেসকল সাহাবী যারা ইহসানের গুণে গুণান্বিত হয়েছেন। যেমন- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য পরবর্তীগণ।

এ তিনটি স্তরই হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খতমে রিসালতের পূর্ণতার মাধ্যমে শুরু হয়েছে।[১]

উল্লেখ্য, এ বিভাজন অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং বিশেষ পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য হয়েছে। নয় তো, তিনটি প্রকারের কোনটিই একটি অপরটির বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা হতে আলাদা নয়। এগুলোর মধ্য হতে প্রত্যেকটির সাথে অপরটির কোন না কোন সম্বন্ধ বা অংশীদারিত্ব রয়েছে।

সালতানাত তথা রাজত্বের মধ্যে সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খলীফা হিসাবে সরাসরি মনোনীত হয়েছেন।

বেলায়তের মধ্যে সৈয়্যদুনা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খলীফা হিসাবে সরাসরি মনোনীত হয়েছেন।

হিদায়াত তথা সঠিক পথ প্রদর্শনের বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম সকলেই হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রতিনিধি হিসাবে সরাসরি মনোনীত হয়েছেন।

এর ফলাফল এটিই হলো যে, খতমে নবুওয়াত তথা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ফয়েজ চিরস্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখার জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রথম মাধ্যম রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের জন্য।

দ্বিতীয় মাধ্যম রূহানী উত্তরাধিকারের জন্য।

তৃতীয় মাধ্যম জ্ঞানগত ও কর্মকান্ডের উত্তরাধিকারের জন্য।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রাজনৈতিক উত্তরাধিকার 'খেলাফতে রাশেদাহ' নামে নামকরণ হয়েছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রূহানী উত্তরাধিকার 'বেলায়ত ও ইমামত' নামে নামকরণ হয়েছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ইলমী ও আমলী উত্তরাধিকার হেদায়ত ও দ্বীনদারী হিসাবে নামকরণ হয়েছে।

অতএব, রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রথম ব্যক্তি হলেন- হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, রূহানী উত্তরাধিকারের প্রথম ব্যক্তি হলেন- হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং ইলমী ও আমলী উত্তরাধিকারের প্রথম বাহকগণ হলেন- সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই। সুতরাং এ সকল উত্তরাধিকারী ও বাহকগণ নিজ নিজ বলয়ে সরাসরি খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। অতএব, তাঁদের একজন অন্যজনের সাথে কোন ধরণের বৈপরীত্ব বা দ্বন্দ নেই।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, উপরোক্ত তিন প্রকারের পদমর্যাদার হাকীকত একটি অপরটি হতে ভিন্ন।

১. খেলাফতে জাহেরী ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক পদমর্যাদা; কিন্তু খেলাফতে বাতেনী বিশেষতঃ রূহানী পদমর্যাদা।

২. খেলাফতে জাহেরী বাছাইকরণ ও পরামর্শগত বিষয়; কিন্তু খেলাফতে বাতেনী দান ও পছন্দকরণের বিষয়।

৩. জাহেরী খলীফার স্বীকৃতি সাধারণ জনগণের মনোনয়নের মাধ্যমে বাস্তব রূপ নেয়; কিন্তু বাতেনী খলীফার স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের

মনোনয়ন দ্বারা বাস্তব রূপ লাভ করে।

৪. জাহেরী খলীফা নির্বাচিত হয়ে থাকেন; আর বাতেনী খলীফা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দেন।

৫. এ কারণে প্রথম খলীফায়ে রাশেদ হযরত সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি হযরত উমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র প্রস্তাবনা ও সাধারণ জনগণের সংখ্যাধিক্যের সমর্থনের ভিত্তিতে বাস্তবতা পেয়েছে।

কিন্তু প্রথম বেলায়তের ইমাম সৈয়্যদুনা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মনোনয়নের ক্ষেত্রে কারো কোন প্রস্তাবনাও হয়নি এবং কারো সমর্থনেরও প্রয়োজন হয়নি।

৬. খেলাফতের মধ্যে সকলের ঐকমত্যের বিষয়টি কাম্য ছিল। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এটির প্রকাশ্য ঘোষণা দেননি।

কিন্তু বেলায়তের ক্ষেত্রে 'আদেশপ্রাপ্ত' হওয়াটাই মূল কাম্য ছিল। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা 'গাদীরে খুম' উপত্যকায় এর প্রকাশ্য ঘোষণা দেন।

৭. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উম্মতের জন্য খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনয়নের বিষয়টি সর্বসাধারণের মতামত ও সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু অলী মনোনয়নের বিষয়টি আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নিজেই ঘোষণা করেছেন।

৮. যমীনের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যমীনের আইন-শৃঙ্খলাকে আসমানী শৃঙ্খলা দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য বেলায়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৯. খেলাফত ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ বানিয়ে থাকে। আর বেলায়ত ব্যক্তিকে কামিল বা পরিপূর্ণ করে থাকে।

১০. খেলাফতের ক্ষমতার আওতা যমীনেই সীমাবদ্ধ। আর বেলায়তের ক্ষমতার আওতা আরশে আযীম পর্যন্ত।

১১. খেলাফত সিংহাসনে আরোহণ ব্যতিত প্রভাব বিস্তারকারী হয় না। আর সিংহাসন ও রাজত্ব ব্যতিতও বেলায়ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

১২. এটিই মূলতঃ একটি কারণ যে, খেলাফত উম্মতের পক্ষ হতে প্রদত্ত। আর বেলায়ত বংশধরের পক্ষ হতে প্রদত্ত।

অতএব, খেলাফত কিংবা বেলায়ত কোনটি হতেই দূরে সরে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। কেননা, হযরত সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফত সরাসরি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত এবং তা ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। আর হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়ত সরাসরি স্বয়ং নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ঘোষণার মাধ্যমে সম্পাদিত এবং মুতাওয়াতির হাদীসের অকাট্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত।

খেলাফতের প্রমাণ হল, সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য; আর বেলায়তের প্রমাণ হল, নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ঘোষণা। যারা খেলাফতকে অস্বীকার করে তারা ইতিহাস ও ইজমা [ঐকমত্য]কে অস্বীকার করে। আর যারা ইমামত ও বেলায়তকে অস্বীকার করে তারা নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ঘোষণাকে অস্বীকার করে। অতএব, প্রয়োজন হল, উভয় পদমর্যাদার হাকীকত অনুধাবনপূর্বক উভয়টির মাঝে সমন্বয় তৈরী করা; উভয়টিকে পরস্পরে পৃথক করা নয়।

জানা উচিত যে, যেভাবে জাহিরী খেলাফত খোলাফায়ে রাশেদীন হতে শুরু হয়েছে এবং এর ফয়েজ অবস্থাভেদে সৎ শাসক ও ন্যায়পরায়ণ আমীর-উমরাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে, তেমনিভাবে বাতেনী খেলাফতও সৈয়্যদুনা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শুরু হয়েছে এবং এর ফয়েজ অবস্থা অনুসারে পবিত্র আহলে বায়তের ইমামগণ এবং উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে।

শুভ সূচনাকারী ও পরিসমাপ্তিকারী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা من كنت مولاه فهذا علی مولاه (আমি যার মওলা, আলী তার মওলা) এবং علی ولیکم من بعدی (আমার পরে তোমাদের অলী হল আলী) এর ঘোষণার মাধ্যমে হযরত আলী (রাদ্বি.)কে উম্মতের মধ্যে বেলায়তের প্রথম শুভ

সূচনাকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বেলায়ত প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)'র বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য :

١. وفاتح اول ازين امت مرحومه حضرت علی مرتضی أست كرم الله تعالى وجهه

(১) এ উম্মতের মাঝে [প্রথম উদ্বোধক] সর্বপ্রথম বেলায়তের দারোন্মোচনকারী হলেন হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।[২]

٢. وسرحضرت امير كرم الله وجهه در اولاد كرام ايشان سرايت كرد

(২) হযরত আমীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়তের রহস্য তাঁর সন্তানগণের মাধ্যমে বিস্তৃত করা হয়েছে।[৩]

٣. چنانكه كسى ازاولياء امت نيست الا بخاندان حضرت مرتضى ص مرتبط است بوجهى ازوجوه

(৩) উম্মতের অলীগণের মধ্যে একজনও এমন নেই, যিনি কোন না কোনভাবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বংশধরগণের কোন ইমামের প্রতি [বেলায়তপ্রাপ্তির জন্য] মুখাপেক্ষী হন নি।[৪]

٤. واز امت انحضرت ﷺ اول كسيكه فاتح باب جذب شده است، ودراں جاقدم نهاده است حضرت امير المؤمنين على كرم الله وجهه، ولهذا سلاسل طرق بداں جانب راجع ميشوند

(৪) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উম্মতগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি বেলায়তের [সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পন্থা] 'বাবে জযব' এর দ্বারোন্মোচক হয়েছেন এবং যিনি এ সুউচ্চ স্থানের উপর [প্রথম] পা রেখেছেন, তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জাতে পাক। এজন্য বেলায়তের বিভিন্ন ত্বরীকার ধারাগুলো তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়।[৫]

(৫) এ কারণে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লিখেন- "এখন উম্মতের মধ্যে দরবারে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

হতে যার ভাগ্যেই বেলায়ত জোটে, তা হয় তো হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সম্বন্ধ হওয়ার কারণে জোটে; অথবা গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সম্বন্ধের কারণে। এতদ্ব্যতিত কোন ব্যক্তি বেলায়তের স্তরে উন্নীত হতে পারে না।[৬]

উল্লেখ্য, গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সম্বন্ধও হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সম্বন্ধ হওয়ার একটি দরজা এবং তিনি সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান নক্ষত্রের একটি কিরণ মাত্র।

(৬) এ বিষয়টি হযরত শাহ ইসমাঈল দেহলভীও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন- হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য শায়খাইন [দু'জন শায়খ, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] এর উপর একটি ফযীলত বেশী প্রমাণিত হয়। আর সেই অতিরিক্ত মর্যাদা হল তাঁর অনুসারী অধিক হওয়া এবং বেলায়তের বিভিন্ন স্তরসমূহ এমনকি কুতুবিয়াত, গাউসিয়াত, আবদালিয়াতসহ এরূপ অন্যান্য খেদমতসমূহ তাঁর যামানা হতে দুনিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁরই মাধ্যমে হওয়া। আর রাজাদের রাজত্ব ও মন্ত্রীদের মন্ত্রীত্বে তাঁর এমন দখল রয়েছে, যা ফিরিশতাজগতে পরিভ্রমণকারীদের নিকট অজানা নয়।

বেলায়তের অধিকারীগণের অধিকাংশ সিলসিলাও হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দিকেই সম্বন্ধিত। অতএব, কিয়ামত দিবসে অধিক অনুসারী হওয়ার কারণে [যাদের মধ্যে অধিকাংশ বড় বড় শান-মানের অধিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নরা থাকবেন;] হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বাহিনী এমন আলোকোজ্জ্বল ও সম্মানিত হয়ে দেখা দিবে যে, এ সম্মানজনক দৃশ্য অবলোকনকারীদের জন্য এটি বড়ই আশ্চর্যের কারণ হবে।[৭]

উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এ বেলায়তের ফয়েজের উৎস ও প্রস্রবনস্থল হিসাবে সৈয়্যদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্ধারণ করা হলেও এতে সৈয়্যদাহ হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেও তাঁর সাথে শরীক করা হয়েছে। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমে 'বেলায়তে কুবরা' ও 'গাউসিয়াতে উজমা'র এ সিলসিলা আহলে বায়তের সেই বারজন ইমামের মাধ্যমে চলতে শুরু করেছে, যাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন, হযরত ইমাম

মুহাম্মদ মাহদী আলাইহিস সালাম। যেভাবে হযরত সৈয়্যদুনা মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মধ্যে বেলায়তের সূচনাকারী, সেভাবে সৈয়্যদুনা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মাঝে বেলায়তের পরিসমাপ্তিকারীর মর্যাদায় ধন্য হবেন।

(৭) এ প্রসঙ্গে হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী শেখ আহমদ সেরহিন্দী (রহ.)'র বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য-

وراہی است کہ بقرب ولایت تعلق دارد : اقطاب واوتاد وبدلا ونجباء وعامہ اولیاء اللہ، بہمین راہ واصل اندراہ سلوك عبارت ازیں راہ است بلکہ جذبہ متعارفہ، نیزداخل بمیں است وتوسط وحیلولت دریں راہ کانن است وپیشوای، واصلان ایں راہ وسرگروہ اینہا ومنبع فیض ایں بزرگواراں : حضرت علی مرتضی است کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وایں منصب عظیم الشان بایشاں تعلق دارد دریںمقام گونیا ہردوقدم مبارك آنسرور علیہ وعلی الہ الصلوۃ والسلام برفرق مبارك اوست کرم اللہ تعالی وجہہ حضرت فاطمہ وحضرات حسنین ❁ دریںمقام باایشان شریکند، انکارم کہ حضرت امیر قبل ازنشاء ہ عنصرے نیز ملاذایں مقام بودہ اند، چنانچہ بعد ازنشانہ عنصرے وہر کرافیض وہدایت ازیں راہ میر سید بتوسط ایشان میر سید چہ ایشان نزد نقطہ منتہا نے این راہ ومرکزایں مقام بایشان تعلق دارد، وچون دورہ حضرت امیر تمام شد این منصب عظیم القدر بحضرات حسنین ترتیبا مفوض مسلم گشت، وبعد ازایشان بہریکے ازائمہ اثنا عشر علیے الترتیب والتفصیل قرار گرفت ودر اعصاراین بزرگوان وہمچنیں بعد ازارتحال ایشان ہر کرافیض وہدایت میر سید بتوسط این بزرگواران بودہ وبحیلولۃ ایشانان ہرچند اقطاب ونجبای وقت بودہ باشند وملاذ وملجاء بہ ایشان بودہ اند چہ اطرف راغیر از لحوق بمرکزچارہ نیست.

আরেকটি রাস্তা হল, যা বেলায়তের নৈকট্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। কুতুব, আওতাদ, আবদাল, নুজাবা ও সাধারণ অলীগণ সকলেই সেই রাস্তার সাথে মিলিত হয়েছে। এ রাস্তার নাম হল সুলূকের রাস্তা। আল্লাহর মা'রিফাতের

জযবাও এ রাস্তায় নিহিত। আর এ রাস্তাই একমাত্র মাধ্যম হিসাবে প্রমাণিত। এ রাস্তার সাথে সম্পর্ককারীদের অগ্রনায়ক, তাঁদের সর্দার এবং তাঁদের বুজুর্গগণের ফয়েজের উৎসস্থল হলেন হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু; আর এই মহামর্যাদাবান পদবী তাঁরই সাথে সম্পর্কিত। এ রাস্তায় যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উভয় কদম মুবারক হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মুবারক মাথার উপর বিদ্যমান। আর হযরত ফাতেমা ও হযরত হাসনাইন করীমাইন [ইমাম হাসান ও হোসাইন] রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এ মকামে তাঁর সাথে শরীক রয়েছেন। আমি এটা অনুধাবন করি যে, হযরত আমীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু [আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] তাঁর দৈহিক জন্মের পূর্বেও এ মকামের ধারক-বাহক ছিলেন, যেমনিভাবে তিনি শারীরিক অবয়বে জন্মের পর হয়েছেন। আর এ রাস্তা দিয়ে যার নিকটই হেদায়ত পৌছেছে, তা তাঁর মাধ্যমেই পৌছেছে। কেননা, তিনি সেই রাস্তার শেষবিন্দুরও নিকটে এবং এ মকামের কেন্দ্র তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেন।

আর হযরত আমীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র যুগ যখন শেষ হল, তখন এই সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার নিয়ামত হাসনাইন করীমাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করা হল। আর তাঁদের পরবর্তীতে এ পদে 'আইম্মায়ে ইসনা আশারা' [বারজন ইমাম] হতে একেকজনকে ধারাবাহিকভাবে সমাসীন করা হল।

সেসকল বুজুর্গের যামানায় এবং এভাবে তাঁদের ইন্তিকালের পর যার কাছেই ফয়েজ ও হিদায়ত পৌছেছে তা সেই বুজুর্গগণের মাধ্যমেই পৌছেছে। যদিও যুগের কুতুব, নজীব যাই হোক না কেন এ সকল বুজুর্গই সকলের ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল। কেননা, প্রান্তসমূহ তাদের কেন্দ্রের সাথে মিলন ব্যতিত কোন উপায় নেই।[৮]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেন- ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামও বেলায়তের কার্যক্রমে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে অংশগ্রহণ করবেন।[৯]

সারকথা হল এই যে, 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়ত সম্পর্কিত নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামা'র ঘোষণা এ হাকীকতকে চিরতরে প্রমাণ ও প্রকাশ করেছে যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়ত মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বেলায়ত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রেরণের মধ্য দিয়ে নবুওয়াত ও রিসালতের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়াতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ফয়েজের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা উম্মতের মাঝে নতুন দরজা ও রাস্তা খুলে দিয়েছেন, যার মধ্যে কাউকে জাহেরী মর্তবা দিয়ে আর কাউকে বাতেনী মর্তবা দিয়ে ধন্য করেছেন।

'বাতেনী মর্তবা'র রাস্তাটি বেলায়ত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মাঝে 'বেলায়তে উজমা' [মহান বেলায়ত]'র বাহক হিসাবে সর্বপ্রথম বরহক্ব ইমাম মওলা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীকৃতি পেয়েছেন। অতঃপর বেলায়তের এ সোনালী ধারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র আহলে বায়ত ও পবিত্র বংশধরগণের মধ্যে 'আইম্মায়ে ইসনা আশারাহ' [বারজন ইমাম]'র মাধ্যমে জারী করা হল।

তাঁরা ব্যতিত আরো হাজারো পবিত্র ব্যক্তিগণ প্রত্যেক যুগে যুগে বেলায়তের মর্তবায় ধন্য হচ্ছেন; কুতুবিয়্যাত ও গাউসিয়্যতের সুউচ্চ সুমহান মক্বামে আসীন হচ্ছেন; জগতবাসীদেরকে বেলায়তের নুর দ্বারা আলোকিত করছেন এবং কোটি কোটি মানুষকে প্রত্যেক যুগে অন্ধকার ও ভ্রষ্টতা হতে বের করে বাতেনী নুর দ্বারা আলোকময় করছেন। কিন্তু সেসবের ফয়েজ সৈয়্যদুনা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়তের দরবার হতে কোন মাধ্যম সহকারে কিংবা সরাসরি সংগৃহিত ও প্রাপ্ত হন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বেলায়ত হতে কেউ অমুখাপেক্ষী বা স্বাধীন নয়। এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। শেষ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মাঝে সর্বশেষ বরহক্ব ইমাম ও বেলায়তের কেন্দ্রবিন্দুর প্রকাশ ঘটবে। যিনি বারতম ইমামও হবেন এবং সর্বশেষ খলীফাও হবেন। তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় জাহের ও বাতেন উভয় রাস্তা যে দু'টি পূর্বে পৃথক ছিল, তা একত্রিত করে দেয়া হবে। তিনি বেলায়তের বাহকও হবেন এবং খেলাফতের উত্তরাধিকারীও হবেন। বেলায়ত ও খেলাফতের উভয় পদমর্যাদা ও মর্তবা তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত

করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম'র অস্বীকারকারী হবে সে ধর্মের জাহেরী ও বাতেনী উভয় খেলাফতের অস্বীকারকারী হবে।

ইনি মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রকাশের সর্বশেষ প্রকাশস্থল হবেন। এ কারণে তাঁর নামও হবে 'মুহাম্মদ'। আর তাঁর চরিত্রও মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা চরিত্র হবে, যেন দুনিয়াবাসী অবগত হয় যে, এ 'ইমাম' মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফয়েজের জাহেরী ও বাতেনী উভয় ধারার উত্তরাধিকারী। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।"

সেসময় দুনিয়ার সকল অলীর প্রত্যাবর্তনস্থল তিনিই হবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ইমাম হওয়ার কারণে সাইয়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালামও তাঁর পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করবেন। আর এভাবে জগতবাসীর মাঝে তাঁর ইমামতের ঘোষণা করবেন।

সুতরাং আমাদের সকলের জেনে নেয়া উচিত যে, হযরত মওলা আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম--- পিতা-পুত্র উভয়েই আল্লাহর অলী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র অসী [অসিয়্যতপ্রাপ্ত]। তাঁদেরকে মেনে নেয়া ঈমানদারের উপর ওয়াজিব।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বেলায়তের সেই মহান উৎসস্থল, ধারক-বাহক হতে ফয়েজ অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন, বিজাহে সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

আহলে বায়তের একজন নগণ্য গোলাম

মুহাম্মদ তাহেরুল ক্বাদেরী

১৮ জিলহজ্জ, ১৪২২ হিজরী

তথ্যসূত্র (মুখবন্ধ)

(১) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ, ২:৮
(২) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ, ১:১০৩
(৩) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ, ১:১০৩
(৪) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ, ১:১০৪
(৫) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, হামআত, ৬০
(৬) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, হামআত, ৬২
(৭) শাহ ইসমাঈল দেহলভী, সিরাতে মুস্তাকীম, ৬৭
(৮) ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী, মাকতুবাত, ৩:২৫১-২৫২, মাকতুবাত নং-১২৩
(৯) ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী, মাকতুবাত, ৩:২৫১-২৫২, মাকতুবাত নং-১২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত মাহদী আলাইহিস সালাম বরহক ইমাম এবং তিনি ফাতেমার বংশোদ্ভূত

এক

١. عن أم سلمة ﵂ زوج النبى ﷺ قالت : سمعت رسول الله ﷺ يذكر المهدى، فقال : هو حق وهو من بنى فاطمة ﵂ .

رواه الحاكم فى المستدرک من طريق على بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة وسكت ايضا عنه الامام الذهبى واورده النواب صديق حسن خان القنوجى فى الاذاعة وقال صحيح

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে [ইমাম] মাহদী [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেন, মাহদী বরহক [অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাব সত্য ও অবধারিত]। তিনি হবেন সৈয়্যদা ফাতেমাতুয যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র বংশধর।[১]

দুই

٢. عن انس بن مالک ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول نحن ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة انا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمهدى.

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি দিব্যি শুনেছি, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা জান্নাতের সর্দার হব। আমি, হামযা, আলী, জাফর, হাসান, হোসাইন ও মাহদী।[২]

তিন

٣. عن ام سلمة ﷺ قالت ذكر رسول الله ﷺ المهدى وهو من ولد فاطمة.

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা [ইমাম] মাহদী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। [আলোচনায় তিনি বলেন] তিনি হবেন ফাতেমারই বংশে।[৩]

চার

٤. عن عائشه ﷺ عن النبى ﷺ : قال هو رجل من عترتى، يقاتل على سنتى كما قاتلت أنا على الوحى.

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, মাহদী হবেন আমারই পরিবারস্থ [অর্থাৎ আহলে বায়ত]। তিনি আমার সুন্নাত বা ত্বরীকা বাস্তবায়নে যুদ্ধ করবেন; যেমনিভাবে আমি আল্লাহর অহীর অনুসরণে জিহাদ করেছি।[৪]

পাঁচ

٥. عن ابى امامة ﷺ مرفوعا قال سيكون بينكم وبين الروم اربع هدن تقوم الرابعة على يد رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين قيل يا رسول الله ﷺ من امام الناس يومئذ قال من ولدى ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب درى فى خده الايمن خال اسود عليه عباء تان قطوانيتان كانه من رجال بنى اسرائيل يملك عشر سنين يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك.

হযরত আবু উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তোমাদের ও রোমকদের সাথে চার চার বার সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হবে। চতুর্থ চুক্তিটি হবে এমন এক ব্যক্তির হাতে যিনি হবেন হিরাক্লিয়ার্সের বংশধর। আর এ চুক্তি বলবৎ থাকবে সাত বছর যাবৎ। আল্লাহর নবীর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, সেসময় মুসলমানদের ইমাম কে হবেন? তিনি বললেন, ব্যক্তিটি হবেন আমারই বংশের লোক। তখন তাঁর বয়স হবে চল্লিশ বছর। তাঁর মুখাবয়ব হবে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর ডান কপোলে [গালে] থাকবে একটি কালো বর্ণের তিল। তিনি দু'টি উলের আবা [বিশেষ পোষাক] পরিধান করবেন। [সব মিলিয়ে] দেখতে মনে হবে, তিনি যেন একজন [বনী ইসরাঈলীয়] ইসরাঈল বংশীয় লোক। তিনি ভূগর্ভ থেকে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য বের করবেন; মুশরিকদের রাজ্যসমূহ জয় করবেন।[৫]

ছয়

٦. عن ابن مسعود ﷺ عن النبى ﷺ قال: "اسم المهدى محمد"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, [ইমাম] মাহদীর নাম হবে মুহাম্মদ।[৬]

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৬০০, হাদীস নং-৮৬৭১
(২) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ২:১৩৬৮, হাদীস নং-৪০৮৭
(৩) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৬০১, হাদীস নং-৮৬৭২
(৪) (ক) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৭১, হাদীস নং-১০৯২
(খ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৪
(৫) (ক) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ৮:১০১, হাদীস নং-৭৪৯৫
(খ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৯
(গ) তাবরানী, আল মাসনাদুস সামীন, ২:৪১০, হাদীস নং-১৬০০
(৬) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শাসনামল ব্যতিরেকে কিয়ামত সংঘটিত হবে না

এক

١. قال الامام الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ﷺ فى جامعه.

حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشى نا ابى نا سفيان الثورى عن عاصم بن بهدلة عن زرعن عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لا تذهب الدنيا حتى يملک العرب رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى.

وفى الباب عن على وابى سعيد وام سلمة وابى هريرة ﷺ .

ইমাম হাফেজ আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সওরাহ তিরমিযী [রহ.] স্বীয় কিতাব 'জামে তিরমিযী' তে লিখেছেন :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার আহলে বায়ত [আমার বংশ] হতে একজন পুরুষ আরবের বাদশাহ হবেন, সে অবধি পৃথিবী ধ্বংস হবে না। আমার নামে তাঁর নাম হবে [মুহাম্মদ]।

দুই

٢. عن عبد الله ﷺ عن النبى ﷺ قال يلى رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى قال عاصم وحدثنا ابو صالح عن ابى هريرة ﷺ لولم يبق من الدنيا الا يوما لطول الله ذالک اليوم حتى يلى هذا حديث حسن صحيح.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার আহলে বায়ত হতে একজন লোক খলিফা [প্রতিনিধি] হবেন। আমার নামে তাঁর নাম হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর বয়স যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তবুও আল্লাহ তা'আলা সেদিনটিকে এত দীর্ঘ করে দিবেন যে, একজন পুরুষ খলিফা হয়ে [নিজ দায়িত্ব পরিপূর্ণ করে] যেতে পারবেন। [অর্থাৎ ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম]

তিন

٣. عن ام سلمة ﷺ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة.

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি, মাহদী হবেন আমার বংশে এবং তিনি হবেন ফাতেমারই বংশধারায়।

চার

٤. عن ابى نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله ﷺ فقال يوشک اهل الشام ان لا يجبى اليهم دينار ولامدى قلنا من اين ذالک قال من قبل الروم ثم أسكت هنية ثم قال قال رسول الله ﷺ يكون فى آخر امتى خليفة يحثى المال حثيا ولا يعده عدا قال قلت لابى نضرة وابى العلاء أتريان انه عمر بن عبد العزيز فقالا لا.

হযরত আবু নাদ্বিরা তাবেঈ (রহ.) বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খেদমতে ছিলাম। তিনি বলেন, সেসময় অতীব সন্নিকট, যখন সিরিয়াবাসীদের নিকট না কোন মুদ্রা নেয়া যাবে, না কোন খাদ্য-রসদ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম- এই ভূমিকা কাদের পক্ষ থেকে হবে? হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রোমানদের পক্ষ থেকে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, আল্লাহর নবীর ইরশাদ-

আমার উম্মতের শেষপর্যায়ে একজন খলিফা [অর্থাৎ মাহদী আলাইহিস সালাম] হবেন। তিনি মানুষের মাঝে ভুরি ভুরি সম্পদ বিলিয়ে দেবেন; কোন হিসাবও করবেন না।

হাদিসটির বর্ণনাকারী জারিরী বলেন, আমি [আমার শায়খ] আবু নাদ্বিরা ও আবুল আলা থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের অভিমত কি এই যে, হাদিসে বর্ণিত খলিফা হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয? জবাবে উভয় শায়খ বললেন- না।। [তিনি ওমর ইবনে আবদুল আযীয ব্যতিত অন্য কেউ হবেন]

পাঁচ

٥. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج من اهل بيتى من يملأها قسطا و عدلا.

قال ابو عبد الله ﷺ صحيح على شر طهما ووافقه الذهبى

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, পুরো পৃথিবী জুড়ে অনাচার-অবিচার, যুলুম-অত্যাচারে ভরপুর না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। অতঃপর আমারই [আহলে বায়ত] বংশ থেকে একজন পুরুষ [মাহদী] জন্ম নিবেন। তিনি সারাবিশ্বে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও ন্যায়-নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। [হাদীসের মর্ম এই যে, ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না।]

ছয়

٦. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال قال رسول ﷺ المهدى منا اهل البيت اشم الأنف اقنى اجلى يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يعيش هكذا وبسط يساره واصبعين من يمينه المسبحة والابهام عقد ثلاثة.

قال ابو عبد الله الحاكم صحيح على شرط مسلم

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, [ইমাম] মাহদী হবেন আমারই বংশের লোক। তাঁর নাসিকা নাজুক, উন্নত ও আকর্ষণীয় হবে এবং তাঁর ললাট হবে নূরানী ও উজ্জ্বল। পুরো বিশ্বে তিনি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন, যেমনিভাবে [ইতোপূর্বে এ বিশ্ব] যুলুম-অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আঙ্গুলের গিরায় হিসাব করে বললেন, [খেলাফতপ্রাপ্তির পর তিনি] সাত বছর জীবিত থাকবেন।

সাত

٧. عن على ﷺ عن النبى ﷺ قال لو لم يبق من الدهر الايوم لبعث الله رجلا من اهل بيتى يملأ ها عدلا كما ملئت جورا.

رجال هذا السند كلهم رجال الصحاح الستة غير فطر فانه من رواة البخارى والأربعة خلا مسلم.

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একদিনও যদি অবশিষ্ট থাকে, [তাহলেও আল্লাহ তা'আলা দিবসটিকে দির্ঘায়িত করে দিবেন এবং] আমার [আহলে বায়ত] বংশ হতে একজন পুরুষ [ইমাম মাহদীকে] সৃষ্টি করবেন। তিনি দুনিয়াকে ন্যায়-নীতিতে ভরপুর করে দিবেন, যেমনিভাবে তারা [তাঁর আগমনের পূর্বে] অনাচার-অবিচার, যুলুম-অত্যাচারে নিমজ্জিত ছিল।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) তিরমিজী, আল জামেউস সহীহ, ৪:৫০৫, হাদীস নং-২২৩০
(খ) বাজ্জার, আল-মুসনাদ, ৫:২০৪, হাদীস নং-১৮০৩
(গ) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৪৮৮, হাদীস নং-৮৩৬৪
(২) (ক) তিরমিজী, আল জামেউস সহীহ, ৪:৫০৫, হাদীস নং-২২৩১
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ১:৩৭৬, হাদীস নং-৩৫৭১
(৩) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৭, হাদীস নং-৪২৮৪
(৪) (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:২২৩৪, হাদীস নং- ২৯১৩
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩:৩১৭, হাদীস নং-১৪৪৪৬
(গ) ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, ১৫:৭৫, হাদীস নং-৬৬৮২
(৫) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৬০০, হাদীস নং-৮৬৬৯
(খ) হায়সমী, মাওয়ারিদুজ জামান, ১:৪৬৪, হাদীস নং- ১৮৮০
(৬) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৬০০, হাদীস নং-৮৬৭০
(৭) (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৭, হাদীস নং-৪২৮৩
(খ) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১৩, হাদীস নং-৩৭৬৪৮

২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম পৃথিবীর বুকে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ এমন শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, যাতে আসমান ও যমীনবাসী আনন্দিত হবে

এক

١. عن ابی سعید ن الخدری رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ المهدی منی اجلی الجبهة اقنی الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک سبع سنین.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, মাহদী হবেন আমি হতেই [অর্থাৎ আমারই বংশে]। তাঁর চেহারা নূরানী ও জ্যোতির্ময় হবে এবং নাসিকা হবে নাজুক ও খাড়া। তিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও সাম্য দ্বারা ভরপুর করে দিবেন। যেমনিভাবে পূর্বে তারা [দুনিয়াবাসীরা] ছিল যুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের মাঝে। [মর্মকথা এই যে, মাহদী আলাইহিস সালামের খেলাফতের পূর্বে পৃথিবীময় যুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের রাজত্ব চলবে; আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়-নীতির নাম গন্ধও থাকবে না।]

দুই

٢. عن ابی سعید ن الخدری رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال تملأ الارض جورا وظلما فیخرج رجل من عترتی فیملک سبعا او تسعا فیملأ الأرض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما.

قال ابو عبد الله هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, [শেষ যামানায়] বিশ্ব যুলুম-

অত্যাচারে ভরে যাবে। এমন সময় আমার বংশে এক পুরুষ জন্ম নিবেন। তিনি সাত কি নয় বৎসরকাল রাজত্ব করবেন। [তাঁর রাজত্বকালে] তিনি বিশ্বকে সাম্য ও ন্যায়-নীতিতে ভরিয়ে দিবেন, যেমনিভাবে তা [ইতোপূর্বে] যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল।

তিন

٣. عن ابی سعید رضي الله عنه قال ذکر رسول الله ﷺ بلاء یصیب هذه الامة حتی لایجد الرجل ملجأ یلجأ الیه من الظلم فیبعث الله رجلا من عترتی واهل بیتی فیملأ به الارض قسطا کما ملئت ظلما وجورا یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدرارا ولا تدع الارض من ماءها شیئا الا اخرجته حتی تتمنی الاحیاء الاموات یعیش فی ذالک سبع سنین اوثمان سنین او تسع سنین.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এমন এক মহাবিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করলেন, যা এ উম্মতের উপর আপতিত হবে। তিনি ইরশাদ করেন, একসময় এমন কঠোর যুলুম-অত্যাচার চলবে যে, এ বিপর্যয় হতে পরিত্রাণের জন্য লোকেরা কোথাও আশ্রয়ের কোন স্থান খুঁজে পাবে না। এমতাবস্থায়, আল্লাহ তা'আলা আমার বংশ হতে একজন পুরুষ সৃষ্টি করবেন, যিনি পুরো পৃথিবীতে পুনরায় সেরূপ সাম্য ও ন্যায়-নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন; যেভাবে পূর্বে তা অনাচার-অবিচার ও যুলুম-অত্যাচারে [redacted] ছিল। পৃথিবীবাসী ও আসমানবাসী সকলেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন। আকাশ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। পৃথিবী তার সমুদয় ভাণ্ডার বের করে দিবে। এমনকি জীবিতদের আকাঙ্ক্ষা হবে যে, পূর্বে যেসব মানুষ [যুলুম-অত্যাচার ও অভাব দেখে] মৃত্যুবরণ করেছে, তারা [যদি] আজ বেঁচে থাকত! [এ বরকতপূর্ণ অবস্থায়] তিনি সাত, আট কি নয় বছর জীবিত থাকবেন।

চার

৪. عن ابن مسعود ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويقسم المال بالسوية، ويجعل الله الغنى في قلوب هذه الأمة، فيمكث سبعا أوتسعا، ثم لا خير في عيش الحياة بعد المهدى.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যদি পৃথিবীর [বয়স] একরাতও অবশিষ্ট থাকে, তবুও আল্লাহ তা'আলা সে রাতটিকে দীর্ঘায়িত করে দিবেন, যেন আমার বংশ হতে একজন পুরুষ রাজত্ব করবেন। তাঁর নাম হবে আমার নামে [মুহাম্মদ] এবং পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে [আবদুল্লাহ]। পৃথিবীকে তিনি আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়-নীতি ও সাম্য দিয়ে ভরিয়ে দিবেন, যেভাবে তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। তিনি প্রচুর পরিমাণ সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের হৃদয়ে প্রাচুর্য মনোভাব [সৃষ্টি করে] দিবেন। তিনি রাজত্ব করবেন সাত কিংবা নয় বছর পর্যন্ত। অতঃপর [ইমাম] মাহদীর পরবর্তীতে [জীবন যাপনে] কোনরূপ মঙ্গল অবশিষ্ট থাকবে না।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৭, হাদীস নং-৪২৮৫
(২) (ক) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩:৭০, হাদীস নং-১১৬৮৩
(খ) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:২০১, হাদীস নং-৮৬৭৪
(৩) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫১২, হাদীস নং-৮৪৩৮
(খ) মা'মার বিন রাশেদ আল-আযদী, আল-জামে', ১১:৩৭১
(গ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:২৫৮, হাদীস নং-১০৩৮
(ঘ) আবু আমর আদ-দানী, আস-সুনানুল ওয়াদাহ ফিল ফিতন, ৫:১০৪৯, হাদীস নং-৫৬৪
(৪) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৪
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ১০:১৩৩, হাদীস নং-১০২১৬
(গ) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ১০:১৩৫, হাদীস নং-১০২২৪
(ঘ) আবু আমর আদ-দানী, আস-সুনানুল ওয়াদাহ ফিল ফিতন, ৫:১০৫৫, হাদীস নং-৫৭২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সকল অলি-আবদাল ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন

এক

١. عن ام سلمة ﷺ قالت قال رسول الله ﷺ يبايع رجل من امتي بين الركن والمقام كعدة اهل بدر فياتيه عصب العراق وابدال الشام.

হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে একজন পুরুষ [মাহদী]'র নিকট রুকনে হাজরে আসওয়াদ ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে বদরযোদ্ধাদের সমসংখ্যক [অর্থাৎ ৩১৩ জন] লোক খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করবেন। এরপর ইরাকের অলীগণ ও সিরিয়ার আবদালগণ এ ইমামের নিকট [বায়আত গ্রহণের জন্য] আগমন করবেন।

দুই

٢. عن ام سلمة ﷺ زوج النبي ﷺ قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذا رأى الناس ذالك اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فبيا يعونه ثم ينشؤ رجل من قريش اخواله كلب فيبعث اليهم بعثا فيظهرون عليهم وذالك كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيه ﷺ ويلقى الاسلام بجرانه الى الارض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

قال ابو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين.

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, একজন খলিফার ইন্তিকালের সময় [নতুন খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে মদীনী শরীফের মুসলমানদের মধ্যে] মতানৈক্য দেখা দিবে। একজন পুরুষ [মাহদী] লোকেরা তাঁকে খলিফা বানিয়ে দিবেন এই ভেবে তা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য] মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ চলে যাবেন। মক্কার কিছু মানুষ [যারা তাঁকে মাহদী হিসাবে চিনবে] তাঁর নিকট আগমন করবে এবং তাঁকে ঘর থেকে বাইরে এনে হাজরে আসওয়াদ ও মক্কামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর নিকট [খেলাফতের] বায়আত গ্রহণ করবে।

[এ খেলাফতের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার ফলে] সিরিয়া হতে একটি সৈন্যদল তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা করবে। [এরা তাঁর নিকট পৌছার আগেই] মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান [মরুভূমি] বায়দা'য় তাদেরকে ধ্বসে দেয়া হবে। [এ শিক্ষণীয় ধ্বংসের পর] সিরিয়ার আবদালগণ ও ইরাকের অলীগণ তাঁর নিকট [খেলাফতের] বাইআত গ্রহণ করবেন। এরপর কুরাইশ বংশের একলোক [সুফিয়ানী] যার মাতুলালয় [মামার বাড়ী] হবে 'কৃলব' গোত্রে; খলিফা মাহদী ও তাঁর সহযোগী-সহগামীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে। তাঁরা [মাহদীর সৈন্যরা] সেই হানাদার বাহিনীর উপর বিজয়ী হবেন। এটিই কৃলব [যুদ্ধ]। সেই ব্যক্তি অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত, যে কৃলব থেকে অর্জিত গনীমতের মালে অংশীদার হবে না।

[এ সাফল্য ও বিজয়ের পর] খলিফা মাহদী প্রচুর সম্পদ বন্টন করবেন এবং লোকদেরকে তাদের নবীর সুন্নাত অনুসারে পরিচালিত করবেন। তাঁর হাতে পৃথিবীতে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের আধিপত্য হবে। [অর্থাৎ সারা বিশ্বজুড়ে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের রীতি-নীতি প্রবর্তিত হবে এবং এর আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে]।

[ইমাম মাহদী] খলিফারূপে পৃথিবীতে সাত বছর, অপর বর্ণনানুযায়ী নয় বছর [ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার] পর তিনি ইন্তিকাল করবেন। সকল মুসলমান তাঁর জানাযার নামায আদায় করবেন।

তিন

٣. وعن ام سلمة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بنى هاشم فياتى مكة فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره فيبا يعونه بين الركن والمقام فيتجهز اليه جيش من الشام حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم فياتيه عصائب العراق وابدال الشام وينشؤ رجل بالشام واخواله من كلب فيجهز اليه جيش فيهزمهم الله فتكون الدائرة عليهم فذالك يوم كلب، الخائب من خاب من غنيمة كلب فيفتح الكنوز ويقسم الاموال ويلقى الاسلام بجرانه الى الأرض فيعيشون بذالك سبع سنين اوقال تسع.

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি, খলিফার ওফাতকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। [অর্থাৎ তাঁর স্থলে কে খলিফা হবেন তা নিয়ে। এহেন পরিস্থিতিতে] 'বনী হাশেম' বা হাশেম বংশের একলোক [তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হবে, এ আশঙ্কায়] মদীনা ছেড়ে মক্কা গমন করবেন। [কিছু লোক ইমাম মাহদী হিসেবে চিনতে পেরে] তাঁকে নিজ ঘর হতে বের করে হাজরে আসওয়াদ ও মক্কামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এনে এক প্রকার জোর করেই তাঁর হাতে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করবেন। [তাঁদের বায়আতের খবর শুনে] তাঁর সাথে মুকাবিলার জন্য একদল সৈন্য সিরিয়া হতে তাঁর দিকে রওয়ানা হবে। একপর্যায়ে তারা যখন 'বায়দা' [মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী এক মরুভূমি] এসে পৌছাবে, তখন তাদেরকে মাটিতে ধ্বসে দেয়া হবে। এরপর ইরাকের অলিগণ এবং সিরিয়ার আবদালগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হবেন। অপর এক ব্যক্তি [সুফিয়ানী] সিরিয়ায় উদ্ভব হবে। তার মামা বাড়ি হবে বনু কৃলব গোত্রে। সে খলিফা মাহদীর বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাবে। আল্লাহ তা'আলা সুফিয়ানী সৈন্যদলকে পরাভূত করে লণ্ডভণ্ড করে দিবেন। এটিই হবে কৃলব যুদ্ধ।

অতএব, সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তই হবে, যে কুলব যুদ্ধে গনীমতের সম্পদ হতে বঞ্চিত রয়ে যাবে। অতঃপর খলিফা মাহদী আপন ধনভাণ্ডার খুলে দিবেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ বণ্টন করবেন। [সে সময়] সমগ্র বিশ্বে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে আধিপত্য বিস্তার করবে। [এই শান্তিপূর্ণ-স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায়] তিনি রাজত্ব করবেন সাত কি নয় বছর পর্যন্ত। [অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ইমাম মাহদীর রাজত্ব চলবে, ততদিন জনগণের মাঝে শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা বিরাজ করবে।]

চার

৪. عن علی ﷺ عن النبی ﷺ قال قال رسول الله ﷺ المهدی منا اهل البیت یصلحه الله تعالی فی لیلة.

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, [ইমাম] মাহদী হবেন আমারই [আহলে বায়ত] বংশধর। আল্লাহ তা'আলা একরাতেই তাঁকে সালিহ [পূণ্যবান] বানিয়ে দিবেন। [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একরাতেই যোগ্যতা ও হিদায়ত দ্বারা বেলায়তের অভীষ্ট লক্ষ্য 'উচ্চতর মক্বামে' আরোহণ করিয়ে দিবেন।]

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৪৭৮, হাদীস নং-৮৩২৮
(খ) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১৩, হাদীস নং-৩৭৬৪৮
(গ) মানাভী, ফয়জুল ক্বদীর, ৬:২৭৭
(২) (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৭, হাদীস নং-৪২৮৬
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৬:৩১৬, হাদীস নং-২৬৭৩১
(গ) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৪৭৮, হাদীস নং-৮৩২৮
(ঘ) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৪৬০, হাদীস নং-৩৭২২৩
(ঙ) আবু ইয়ালা, আল মুসনাদ, ১২:৩৬৯, হাদীস নং-৬৯৪০
(চ) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ২৩:২৯৫, হাদীস নং-৬৫৬, ৯৩০, ৯৩১
(৩) (ক) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ২:৩৫, হাদীস নং-১১৫৩
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ৯:১৭৬, হাদীস নং-৯৪৫৯
(গ) ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, ১৫:১৫৯, হাদীস নং- ৬৭৫৭
(৪) (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ২:১৩৬৭, হাদীস নং-৪০৮৫
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ১:৮৪, হাদীস নং-৬৪৫
(গ) আবু ইয়ালা, আল মুসনাদ, ১:৩৫৯, হাদীস নং-৪৬৫
(ঘ) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১৩, হাদীস নং-৩৭৬৪৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম 'আল্লাহর প্রতিনিধি' হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত হবেন

এক

١. عن ثوبان ﷺ یقتتل ثم کنزکم ثلاثة کلهم ابن خلیفة ثم لا یصیر الی واحد منهم ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق فیقاتلونکم قتالا لم یقاتله قوم ثم ذکر شیئا فقال اذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا علی الثلج فانه خلیفة الله المهدی.

قال ابو عبد الله هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذهبی.

হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তোমাদের ধনভাণ্ডারের নিকট তিন তিনজন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে। এরা তিনজনই হবে খলিফার সন্তান। তা সত্ত্বেও এ ধনভাণ্ডার তাদের কারো হস্তগত হবে না। পরবর্তীতে পূর্বাঞ্চলে কিছু কালো বর্ণের পতাকা দেখা যাবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এমন তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে যে, ইতোপূর্বে কোন জাতি এরূপ যুদ্ধ করে নি।

[বর্ণনাকারী হযরত সাওবান বলেন] অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরও কিছু কথা বলেন [যা তিনি বুঝতে পারেন নি] অর্থাৎ আল্লাহর খলীফা মাহদীর আবির্ভাব হবে।

তিনি পুনরায় ইরশাদ করেন- "যখনই তোমরা তাঁর সাক্ষাত পাবে, সাথে সাথে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের জন্য যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও আসতে হয়। নিশ্চয় তিনি হবেন আল্লাহর খলীফা মাহদী।"

জরুরী ব্যাখ্যা : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী [রহ.] স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল বারী' খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৮১ -তে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- হাদীসে বর্ণিত ধন-ভাণ্ডার দ্বারা যদি সেই ধন-ভাণ্ডার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

"অচিরেই ফোরাত নদী [শুকিয়ে গিয়ে] স্বর্ণের খনি বের করে দিবে।"

তাহলে হাদীসটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, উক্ত ঘটনাবলী মাহদীর আবির্ভাবের সময়কালেই বাস্তবে দৃশ্যমান হবে।

দুই

٢. عن حذيفة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : " المهدى رجل من ولدى، لونه لون عربى، وجسمه جسم إسرائيلى، على خده الأيمن خال كأنه كوكب درى، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يرضى فى خلافته أهل الأرض وأهل السماء والطير فى الجو.

হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, মাহদী আমার বংশ থেকে আবির্ভূত হবেন। তাঁর গায়ের রং হবে আরবদের অনুরূপ। শারীরিক গড়ন হবে ইসরাঈলী ধাঁচের। তাঁর বাম কপোলে [গালে] তিল থাকবে, তা হবে আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। [মাহদী] পৃথিবীকে ন্যায়-নীতি দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন, যেভাবে তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর রাজত্বে আসমান ও যমীনবাসী সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। এমনকি আকাশের পাখ-পাখালীরা পর্যন্ত তুষ্ট থাকবে।

তিন

٣. عن ابى سعيد ﷺ عن النبى ﷺ قال : يخرج فى آخر الزمان خليفة يعطى الحق بغير عدد.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় একজন খলিফা [মাহদী] আগমন করবেন। তিনি লোকজনকে [তাদের অধিকারসমূহ] অগণিত প্রদান করবেন।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ২:১৩৬৭, হাদীস নং-৪০৮৪
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫:২৭৭, হাদীস নং-২২৪৪১
(গ) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫১০, হাদীস নং-৮৪৩২
(ঘ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩১১, হাদীস নং-৮৯৬

জরুরী ব্যাখ্যার হাদীস : (ক) বুখারী, আস-সহীহ, ৬:২৬০৫, হাদীস নং- ৭৬০২
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, ৪:২২১৯, হাদীস নং- ২৮৯৪
(গ) তিরমিজী, আল জামেউস সহীহ, ৪:৬৯৮, হাদীস নং-২৫৬৯
(ঘ) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১১৫, হাদীস নং-৪৩১৩

(২) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৬
(খ) দায়লমী, আল ফেরদৌস, ৪:২২১, হাদীস নং- ৬৬৬৭

(৩) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৪
(খ) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১৩, হাদীস নং-৩৭৬৪০
(গ) দায়লমী, আল ফেরদৌস, ৫:৫০১, হাদীস নং- ৮৯১৮
(ঘ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৫৭, হাদীস নং-১০৩২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পুনরায় দ্বীন ইসলামের বিজয় ও আধিপত্য অর্জিত হবে

এক

١. عن ابى الطفيل عن محمد بن الحنفية قال : كنا عند على ﷺ فسأله رجل عن المهدى فقال على ﷺ هيهات ثم عقد بيده سبعا فقال: ذاك يخرج فى آخر الزمان اذا قال الرجل الله الله قتل فيجمع الله تعالى له قوما قزع كقزع السحاب يؤلف الله قلوبهم لا يستوحشون الى احد ولا يفرحون باحد يدخل فيهم على عدة اصحاب بدر لم يسبقهم الاولون ولا يدركهم الآخرون وعلى عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر قال ابن الحنفية: اتريده قلت : نعم قال : انه يخرج من بين هذين الخشبتين قلت لا جرم والله لا اديمهما حتى اموت فمات بها يعنى بمكة حرسها الله تعالى.

قال ابو عبد الله الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.

হযরত আবু তোফায়ল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু'র মজলিশে বসা ছিলাম। একব্যক্তি তাঁর নিকট ইমাম মাহদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু [স্নেহভরে] বললেন : দূর হ! অতঃপর হাতের ইশারায় বললেন: মাহদী আবির্ভূত হবেন শেষ যামানায়। তখন [ধর্মহীনতা এতই বেড়ে যাবে যে,] কেউ আল্লাহর নাম নিলেই তাকে হত্যা করা হবে। [মাহদীর আবির্ভাবকালে]

আল্লাহ তা'আলা একটি দলকে তাঁর নিকট সম্মিলিত করে দিবেন, যেমনিভাবে মেঘমালার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডকে একীভূত করে দেন। আর তাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিবেন। তারা অকুতোভয় হবে এবং কারো উপঢৌকনে প্রলুব্দ হবে না। [অর্থাৎ এরা সবার সাথে একইরূপ সম্পর্ক রাখবে।] খলিফা মাহদীর নৈকট্য লাভকারী লোকজনের সংখ্যা বদর যোদ্ধাদের সমসংখ্যক হবে [উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্য ছিল ৩১৩ জন।] এ দলটির এমন এক স্বাতন্ত্র্য থাকবে, যা পূর্বের কোন দলেরই ছিল না এবং পরবর্তীতে কোন দলের হবে না। তাছাড়া এ দলের জনসংখ্যা হবে 'আসহাবে তালুত' [তালুত সঙ্গীদের] সমসংখ্যক, যারা তালুতের সাথে জর্দান নদী পাড়ি দিয়েছিল।

হযরত আবু তোফায়ল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি এ দলে শরীক হওয়ার বাসনা রাখেন? আমি বললাম, অবশ্যই। অতঃপর তিনি [কা'বা শরীফের দু'টি খুঁটির দিকে ইঙ্গিত করে] বলেন, খলিফা মাহদীর আবির্ভাব হবে এতদুভয়ের মধ্যখান হতে। [একথা শুনে] আবু তোফায়ল বললেন, ঠিক আছে; আল্লাহর শপথ! আমি কস্মিণকালেও এ দু'টি খুঁটি হতে বিচ্ছিন্ন হব না। [হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন] এ কারণে হযরত আবু তোফায়লের ওফাত মক্কা শরীফেই সংঘটিত হয়েছে।

দুই

٢. عن على الهلالى ﷺ ان رسول ﷺ قال لفاطمة: "يافاطمة والذى بعثنى بالحق إن منهما، يعنى من الحسن والحسين، مهدى هذه الأمة، إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلاكبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا بعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة وقلوبا غلفا، يقوم بالدين فى آخر الزمان كما قمت فى أول الزمان، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا" .

হযরত আলীউল হেলালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সৈয়্যদা হযরত ফাতেমাতুয যোহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, ফাতেমা! সেই মহান পবিত্র সত্ত্বার শপথ! যিনি আমাকে সত্য সহকারে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয় এ দু'জন [হাসান ও হোসাইনের বংশ] হতে এ উম্মতের মাহদী জন্ম নিবে। তখন পৃথিবী ফিতনা-ফ্যাসাদে নিমজ্জিত থাকবে; রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করবে; বড়রা ছোটদের আদর-স্নেহ করবে না; ছোটরা বড়দেরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে না। এমন সময়ে আল্লাহ পাক এ দু'জনের [হাসান-হোসাইনের] বংশে এমন একব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি ভ্রষ্টতার দূর্গগুলো জয় করবেন এবং মানুষের সুপ্ত হৃদয়গুলো জাগিয়ে তুলবেন। তিনি এ উম্মতের শেষ যামানায় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবেন, যেভাবে আমি [এ উম্মতের] প্রারম্ভিক যামানায় প্রতিষ্ঠা করেছি। আর তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-নীতির দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেভাবে তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

তিন

٣. عن أبى سعيد الخدرى ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يخرج رجل من أهل بيتى يقول بسنتى، ينزل الله له القطر من السماء، وتخرج له الأرض من بركتها، تملأ الأرض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يعمل على هذه الأمة سبع سنين، وينزل بيت المقدس.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি, আমার আহলে বায়ত [বংশ] হতে একজন পুরুষ আবির্ভূত হবেন, যিনি আমার সুন্নাত [ত্বরীকা]'র কথাগুলো বলবেন। আল্লাহ পাক তাঁর জন্য আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাঁর জন্য যমীন তার বরকতসমূহ বের করে দিবে [অর্থাৎ পৃথিবী তার খনিগুলো বের করে দিবে]। তাঁর মাধ্যমে পৃথিবী ন্যায়-নীতি, সুশাসন ও সুবিচারে ভরপুর হয়ে যাবে, যেভাবে পূর্বে তা যুলুম-নির্যাতনে নিমজ্জিত ছিল। তিনি এ উম্মতের মাঝে সাত বছরকাল রাজত্ব করবেন। আর তিনি বায়তুল মাকদাসে অবতরণ করবেন।

চার

٤. عن ابى هريرة ﷺ قال : "حدثنى خليلى أبو القاسم ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج عليهم رجل من أهل بيتى، فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق، قلت: وكم يملك؟ قال: خمسا واثنين.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল কাসেম [নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা] ইরশাদ করেছেন- আমার বংশের মধ্য হতে একজন পুরুষ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না। তিনি মানুষের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, যতক্ষণ না তারা সত্যপথে ফিরে আসে। আমি আরয করলাম, তিনি কত বছর রাজত্ব করবেন? ইরশাদ করলেন- পাঁচ আর দুই [অর্থাৎ সাত বছর]।

পাঁচ

٥. عن جابر ﷺ عن النبى ﷺ قال يكون فى امتى خليفة يحثى المال فى الناس حثيا لا يعده عدا ثم قال والذى نفسى بيده ليعودن.

(رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলিফা হবেন, যিনি লোকদের মাঝে অকাতরে অগণিতহারে সম্পদ বিতরণ করবেন। [অর্থাৎ বদান্যতা, ঔদার্য্য ও খোলা মনে হিসাব না করেই লোকদের মাঝে দান-খয়রাত করতে থাকবেন।] আর সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর পবিত্র হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তাঁর সময়কালে [ইসলামের বিজয়] পুনরায় ফিরে আসবে [অর্থাৎ ইসলামের প্রদীপ নিস্প্রভ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সময়কালে তা পুনরায় আলোকিত হবে।]

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫৯৬, হাদীস নং-৮৬৫৯

(২) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৬, ৬৭
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ৩:৫৭, হাদীস নং-২৬৭৫
(গ) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ৬:৩২৮, হাদীস নং-৬৫৪০
(ঘ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯:১৬৫

(৩) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬২
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ২:১৫, হাদীস নং-১০৭৫
(গ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৭

(৪) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬২
(খ) আবু ইয়ালা, আল মুসনাদ, ১২:১৯, হাদীস নং-৩৩৩৫
(গ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৫

(৫) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫০১, হাদীস নং-৮৪০০
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৬২, হাদীস নং-১০৫৫
(গ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শান্তিপূর্ণ সমাজ ও জনসাধারণের সম্পদের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের রাজত্বকাল হবে অতুলনীয়

এক

١. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يخرج فى آخر امتى المهدى يسقيه الله الغيث ويخرج الارض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الامة يعيش سبعا او ثمانيا يعنى حججا.

قال ابو عبد الله هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبى.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের শেষ যামানায় মাহদী জন্ম নিবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর পৃথিবী প্রচুর শস্যাদি বের করে দিবে। তিনি লোকদের মাঝে সমহারে সম্পদ বিতরণ করবেন। তাঁর [খেলাফতের] সময়কালে গৃহপালিত জন্তুর আধিক্য হবে; উম্মতের মর্যাদা বাড়বে। [খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর] তিনি সাত কি আট বছর জীবিত থাকবেন।

দুই

٢. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ابشركم بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض يقسم المال صحاحا، قال له رجل ما صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس ويملأ الله قلوب امة محمد ﷺ غنى ويسعهم عدله حتى

يأمر منادیا فینادی فیقول : من له فی المال حاجة؟ فما یقوم من الناس الا رجل واحد فیقول له ائت السدان یعنی الخازن فقل له ان المهدی یامرک ان تعطینی مالا فیقول له احث فیحی حتی اذا جعله فی حجره وائتزره ندم فیقول کنت اجشع امة محمد ﷺ نفسا او عجز عنی ما وسعهم؟ قال فیرده فلایقبل منه فیقال له انا لا نأخذ شیئا اعطیناه فیکون کذالک سبع سنین او ثمان سنین او تسع سنین ثم لا خیر فی العیش بعده اوقال لا خیر فی الحیاة بعده.

رواه الترمذی وغیره باختصار کثیر ورواه احمد باسانیده وابو یعلی باختصار کثیر ورجالهما ثقات.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে সেই মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার উম্মতের মাঝে প্রেরিত হবেন মতানৈক্য ও অস্থিরতার যুগ সন্ধিক্ষণে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার দিয়ে ভরে দিবেন, যেভাবে তারা [তাঁর আগমনের পূর্বে] যুলুম-অত্যাচারে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীবাসী ও আসমানবাসী সকলেই তাঁর উপর অত্যন্ত খুশী থাকবে। তিনি লোকদেরকে সমহারে সম্পদ বিতরণ করবেন [অর্থাৎ সেই দানে কারো প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না।] আল্লাহ তা'আলা [তাঁর রাজত্বকালে] আমার উম্মতের অন্তরসমূহকে প্রাচুর্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন। [আর স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাত ব্যতিরেকে] তাঁর বিচার হবে সবার জন্য সমান। তিনি স্বীয় আর্দালীকে এ সাধারণ ঘোষণা দিতে আদেশ করবেন যে, কারো সম্পদের প্রয়োজন আছে কি না? [যদি কারো থাকে তাহলে সে যেন মাহদীর নিকট আসে।] মুসলমানদের দল থেকে কেবল একজন ব্যক্তি ব্যতিত কেউ [এ ঘোষণায়] দাঁড়াবে না। মাহদী তাকে বলবেন- কোষাধ্যক্ষের নিকট যাও; তাকে বল, আমাকে সম্পদ দেয়ার জন্য মাহদী তোমাকে আদেশ করেছেন। [সে

কোষাধ্যক্ষের নিকট যাবে।]

কোষাধ্যক্ষ তাকে বলবে, [তোমার ইচ্ছামত] নাও। বরাবরই সে [তার ইচ্ছামত] ঝুড়িতে ভরে নিবে এবং তা নিয়ে সে বাইরে চলে আসবে। অতঃপর [কৃতকর্মের কারণে] তার লজ্জাবোধ হবে। সে [মনে মনে] বলবে: উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সবচেয়ে লোভী বান্দা তো আমিই। অথবা সে বলবে: সবার জন্য যা যথেষ্ট, তা কেবল আমারই জন্য যথেষ্ট নয়। [এ লজ্জায়] সে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু তার নিকট থেকে সে সম্পদ আর ফিরিয়ে নেয়া হবে না। উপরন্তু তাকে বলা হবে, প্রদান করার পর আমরা আর ফেরত নিই না।

[ইমাম] মাহদী ন্যায়-নীতি ও সুবিচারসহ অনুপম বদান্যতা, ঔদার্য্য ও দানশীলতার সাথে আট কি নয় বছর জীবিত থাকবেন। তাঁর ওফাতের পর কোনরূপ মঙ্গলময় জীবনবোধ অবশিষ্ট থাকবে না।

তিন

٣. عن ابی هریرة ﷺ قال ذکر رسول الله ﷺ المهدی قال ان قصر فسبع والا ثمان والا فتسع ولیملأن الأرض قسطا کما ملئت ظلما و جورا

(رواه البزار ورجاله ثقات)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মাহদীর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, তাঁর রাজত্বকাল যদি কম করেও হয়, তাহলে সাত বছর হবে; না হয় আট বছর অথবা নয় বছর। তিনি তদ্রুপ পৃথিবীকে ন্যায়-নীতি দ্বারা ভরপুর করে দিবেন, যেরূপ তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচারে নিমজ্জিত ছিল।

চার

٤. عن جابر ﷺ عن النبی ﷺ قال یکون فی امتی خلیفة یحثی المال فی الناس حثیا لا یعده عدا ثم قال والذی نفسی بیده لیعودن.

(رواه البزار ورجال الصحیح)

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে এমন একজন পুরুষ খলিফা হবেন, যিনি মানুষের মাঝে ভুরি ভুরি সম্পদ বিতরণ করবেন এবং তা হিসাব করবেন না। [অর্থাৎ বদান্যতা, ঔদার্য্য ও খোলা মনে হিসাব না করেই লোকদের মাঝে দান-সদকা করতে থাকবেন।] আর সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর পবিত্র হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তাঁর সময়কালে [ইসলামের বিজয়] পুনরায় ফিরে আসবে। [অর্থাৎ ইসলামের প্রদীপ নিভে যাওয়ার পর তাঁর সময়কালে তা পুনরায় আলো ফিরে পাবে।]

পাঁচ

٥. وعن ابى هريرة ﷺ عن النبى ﷺ قال يكون فى امتى المهدى ان قصر فسبع والا ثمان والا فتسع تنعم امتى فيها نعمة لم ينعموا مثلها يرسل السماء عليهم مدرار ولا يدخر الارض شيئا من النبات والمال كدوس يقوم الرجل يقول يامهدى اعطنى فيقول خذه.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে একজন মাহদী হবেন। তাঁর রাজত্বকাল হবে কম হলেও সাত বছর, না হয় আট কিংবা নয় বছর। তাঁর সময়কালে আমার উম্মতরা এতই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে যে, পূর্বে তারা কখনও এরূপ শান্তি পায় নি। আসমান হতে [প্রয়োজন অনুপাতে] বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ভূমি তার শস্যাদি বের করে দিবে। সম্পদ স্তূপাকারে পড়ে থাকবে। একব্যক্তি দাঁড়িয়ে সম্পদের আবেদন করবে। মাহদী [তাকে] বলবেন- [গুদামে গিয়ে তোমার ইচ্ছামত নিজেই] নিয়ে নাও।

ছয়

٦. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ عن النبى ﷺ قال يكون فى امتى المهدى ان قصر فسبع والا فتسع تنعم امتى فيه نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤتى الارض اكلها لا تدخر عنهم شيئا والمال يومئذ كدوس، يقوم الرجل يقول يا مهدى اعطنى فيقول خذ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মত হতে একজন মাহদী হবেন। তিনি সাত বছর কিংবা নয় বছর রাজত্ব করবেন। তাঁর সময়কালে আমার উম্মতরা এতই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করবে যে, ইতিপূর্বে কখনও এমন শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করা সম্ভব হয় নি। পৃথিবী তাঁর সম্মানে সবধরনের শস্যাদি বের করে দিবে; কোনকিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। আর সেসময় সম্পদরাজি শস্যাদির ন্যায় স্তূপাকৃতিতে পড়ে থাকবে। একপর্যায়ে জনৈক ব্যক্তি বলবে- হে মাহদী! আমাকে কিছু সম্পদ দিন। তিনি বলবেন- [তোমার যা খুশি] নিয়ে নাও।

সাত

٧. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبى ﷺ قال ان فى امتى المهدى يخرج يعيش خمسا او سبعا او تسعا زيد الشاك، قال قلنا وما ذالك قال سنين قال فيجئ اليه الرجل فيقول يا مهدى اعطنى اعطنى قال فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان يحمله.

هذا حديث حسن

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পরবর্তীতে বড় আকারের কোন বিপর্যয় হতে পারে ভেবে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম- আপনার পরবর্তীতে কী কী ঘটবে? তিনি ইরশাদ করলেন- আমার উম্মতের মাঝে মাহদীর আবির্ভাব হবে, যিনি রাজত্ব করবেন পাঁচ, সাত কিংবা নয় বছরকাল পর্যন্ত [হাদীসে উল্লেখিত সংখ্যায় বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে]।

আমি জানতে চাইলাম, এসব সংখ্যার অর্থ কী? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন- [এগুলো দিয়ে উদ্দেশ্য হল] বছর। তাঁর সময়কাল এতই বরকতমন্ডিত হবে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট আবেদন করে বলবে- হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন।

তিনি [নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা] ইরশাদ করেন- ইমাম মাহদী নিজ হাতে সে যতগুলো বহন করতে পারে ততটুকু সম্পদ তার কাপড়ে করে দান করবেন।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৬০১, হাদীস নং-৮৬৭৩

(২) (ক) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩:৩৭, হাদীস নং-১১৩৪৪
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩:৫২, হাদীস নং-১১৫০২
(গ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৪

(৩) (ক) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৬

(৪) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫০১, হাদীস নং-৮৪০০
(খ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৬
(গ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৬২, হাদীস নং-১০৫৫

(৫) (ক) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ৫:৩১১, হাদীস নং-৫৪০৬
(খ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৭

(৬) (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ২:১৩৬৬, হাদীস নং-৪০৮৩
(খ) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৬০১, হাদীস নং-৮৬৭৫
(গ) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১২, হাদীস নং-৩৭৬৩৮

(৭) (ক) তিরমিজী, আল জামেউস সহীহ, ৪:৫০৬; হাদীস নং-২২৩২
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩:২১, হাদীস নং-১১১৭৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর অশেষ নিয়ামত প্রাপ্তির বিবেচনায় ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম'র বেলায়ত ও রাজত্ব হবে দৃষ্টান্তহীন

এক

١. حدثنا عبد الله بن نمير ثنا موسى الجهنى ثنى عمر بن قيس الماصر ثنى مجاهد ثنى فلان رجل من اصحاب النبى ﷺ ان المهدى لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية فاذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من فى السماء ومن فى الارض فاتى الناس المهدى فزفوه كما تزف العروس الى زوجها ليلة عرسها وهو يملأ الارض قسطا وعدلا ويخرج الارض نباتها وتمطر السماء مطرها وتنعم امتى فى ولا يته نعمة لم تنعمها قط.

ইমাম মুজাহিদ [প্রসিদ্ধ তাবেঈ] জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- 'নফসে যকিয়্যাহ' [পূতঃ মানব] এর হত্যার পরেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। 'নফসে যকিয়্যাহ' কে যখন হত্যা করা হবে, তখন আসমান-যমীনের বাসিন্দারা তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর লোকেরা ইমাম মাহদীর দ্বারস্থ হবে। তাঁকে নববধূর ন্যায় সাজ-সজ্জা করিয়ে দিবে। [ইমাম] মাহদী পৃথিবীকে ন্যায়-নীতিতে ভরপুর করে দিবেন। [তাঁর রাজত্বকালে] পৃথিবী তার শস্যাদি বের করে দিবে। আসমান সুন্দররূপে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তাঁর বেলায়ত ও রাজত্বের সময়কালে আমার উম্মতের উপর এমনভাবে আল্লাহর নিয়ামতরাজি অবতীর্ণ হতে থাকবে যে, ইতোপূর্বে কখনও এরূপ নিয়ামত অবতীর্ণ হয় নি।

জরুরী ব্যাখ্যা : একজন 'নফসে যকিয়্যাহ' হলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব [রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন], যিনি আব্বাসী খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে

হিজরী ২৪৫ সনে শহীদ হন। উপরোল্লেখিত হাদীসে 'নফসে যকিয়্যাহ' দ্বারা তাঁকে উদ্দেশ্য করা হয় নি; বরং এ নামে অপর একজন পূতঃ আত্মা জন্ম নিবেন; তিনি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে জন্ম নিবেন।

দুই

٢. عن ابى هريرة ﷺ ان رسول الله ﷺ قال يكون فى امتى المهدى ان قصر فسبع والا فثمان والا فتسع تنعم امتى فيه نعمة لم ينعموا مثلها يرسل الله السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الارض بشئ من النبات والمال كدوس يقوم الرجل فيقول يامهدى اعطنى فيقول خذه.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মত হতেই [ইমাম] মাহদী হবে। তাঁর রাজত্বকাল হবে কম করে হলেও সাত বছর, নয় তো আট কিংবা নয় বছর। মাহদীর যামানায় আমার উম্মতরা এতই শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করবে যে, ইতোপূর্বে তারা কখনও তা কল্পনাও করতে পারে নি। আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে [প্রয়োজন অনুপাতে] বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। পৃথিবী তার সকল শস্য বের করে দিবে। আর সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্তুপাকারে পড়ে থাকবে। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আবেদন করবে, মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন। তখন তিনি বলবেন- [তোমার যা খুশি] নিয়ে নাও।

তিন

٣. عن على ﷺ قال: قلت: يا رسول الله أمنا آل محمد المهدى أم من غيرنا؟ فقال: لا، بل منا، يختم الله به الدين كما فتح بنا، وبنا ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخوانا فى دينهم.

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি

[নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে] আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! [ইমাম] মাহদী কি আমাদের মুহাম্মদী বংশে আসবেন, না ভিন্ন কোন বংশ থেকে? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন- না; বরং তিনি আমাদেরই বংশে আসবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে দ্বীন [এর রাজত্ব] সেভাবেই সমাপ্ত করবেন, যেভাবে তা আমাদেরকে দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। আমাদের দিয়েই লোকজনকে ফিতনা থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে, যেভাবে তাদেরকে শিরক হতে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছিল। আমাদের দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ফিতনার পারস্পরিক শত্রুতার পর তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা শিরকের অক্টোপাস থেকে [আমাদের মাধ্যমে] তাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতিভাব সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মাধ্যমেই ফিতনা-ফ্যাসাদ, হানাহানির পর লোকেরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাবে, যেভাবে তারা শিরকের হানাহানির পর দ্বীন-ইসলামে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হয়েছিল।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১৪, হাদীস নং-৩৭৬৫৩

(২) (ক) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ৫:৩১১, হাদীস নং-৫৪০৬
(খ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৭

(৩) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬১
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ১:৫৬, হাদীস নং-১৫৭
(গ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৭০, হাদীস নং-১০৮৯
(ঘ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩৭১

নবম পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করবেন

এক

١. عن ابى هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم واما مكم منكم.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তখন তোমাদের [আনন্দের] কী অবস্থা হবে, যেদিন [আসমান হতে হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়ম [আলাইহিমাস সালাম] তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন; আর ইমাম হবেন তোমাদেরই একজন।

ব্যাখ্যা : মূলকথা এই যে, অবতরণকালে হযরত ঈসা [আলাইহিস সালাম] জামাত সহকারে নামায আদায় করবেন। অথচ নামাযের ইমাম তিনি হবেন না; বরং ইমাম হবেন উম্মতেরই মধ্যকার এক পুরুষ- খলিফা হযরত মাহদী আলাইহিস সালাম। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ইমাম আবুল হোসাইন আরবী (রহ.)'র 'মানাকিবুশ শাফেয়ী'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- এ বিষয়ে প্রচুর মুতাওয়াতির হাদীস বিদ্যমান যে, হযরত ঈসা [আলাইহিস সালাম] ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের ইমামতিতে নামায আদায় করবেন। [ফতহুল বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯৩]

দুই

٢. عن جابر بن عبد الله الانصارى ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال وينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا، ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله هذه الامة.

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- আমার উম্মতের একটি দল সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সার্থক জিহাদ চালিয়ে যাবে। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বরকতমণ্ডিত এ কথাগুলো বলার পর তিনি ইরশাদ করেন- সবশেষে আসমান হতে [হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়ম [আলাইহিমুস সালাম] অবতরণ করবেন। অতঃপর মুসলমানদের আমীর তাঁকে [ঈসা আলাইহিস সালামকে] বলবেন- যান, আমাদের নামায পড়িয়ে দিন। উত্তরে [হযরত] ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন- আমি [এখন] ইমামতি করব না। কেননা, তোমাদের কেউ কেউ কারো কারো ইমাম। এ ফযীলত ও সম্মান আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকেই দান করেছেন। [অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম উম্মতে মুহাম্মদীর সেই ফযীলত ও বুযুর্গীর কারণে নিজে ইমামতি করতে অস্বীকৃতি জানাবেন।]

তিন

٣. عن جابر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يخرج الدجال فى خفة من الدين وذكر الدجال ثم قال ثم ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فينادى من السحر فيقول يا ايها الناس ما يمنعكم ان تخرجوا الى هذا الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جنى فينطلقون فاذا هم بعيسى ابن مريم فتقام الصلوة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم اما مكم فليصل بكم فاذا صلوا صلوة الصبح خرجوا اليه قال فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح فى الماء.

(رواه الحاكم فى المستدرك وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الشيخ الذهبى فى تلخيصه هو على شرط مسلم)

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, দ্বীন যখন দূর্বল হয়ে যাবে, তখন

দাজ্জাল বের হবে।

দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, এরপর [হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়ম [আলাইহিমুস সালাম আসমান হতে] অবতরণ করবেন। আর ভোর রাতে [সুবহি সাদিকের পূর্বে] তিনি আহবান করে বলবেন, হে মুসলমানরা! এই মিথ্যুক অস্পৃশ্যের [দাজ্জালের] মুকাবিলা করতে তোমাদের বাধা কোথায়? লোকেরা বলবে : এ কোন্ দানব পুরুষ! তারা সামনের দিকে অগ্রসর হবে। তারা দেখবে, তিনি স্বয়ং ঈসা আলাইহিস সালাম। অতঃপর ফজর নামাযের ইকামত দেয়া হবে। তাঁকে বলা হবে, হে রূহুল্লাহ! আপনি নামায পড়িয়ে দিন। [হযরত] ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, তোমাদের ইমামই তোমাদের নামায পড়াবেন। [সেসময় ইমাম হবেন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম।]নামায শেষে সকলে [হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে] দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হয়ে পড়বেন। দাজ্জাল যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখতে পাবে, সাথে সাথে সে লবণ যেমন [পানিতে] গলে যায় সেভাবে [ভয়ে] গলে যেতে থাকবে।

চার

٤. عن ابی امامة الباهلی ﷺ مرفوعا فقالت ام شریک بنت ابی العکر یا رسول الله ﷺ فاین العرب یومئذ؟ قال هم یومئذ قلیل وجلهم ببیت المقدس وامامهم رجل صالح قد تقدم یصلی بهم الصبح اذ نزل علیهم ابن مریم الصبح فرجع ذلک الامام ینکص یمشی القهقری لیتقدم عیسی ابن مریم یصلی بالناس فیضع عیسی یده بین کتفیه ثم یقول له تقدم فصل فانها لک اقیمت فیصلی بهم اما مهم.

اسناده قوی واما فی الحدیث واما مهم رجل صالح فالمراد به المهدی کما جاء التصریح به.

হযরত আবু উমামা আলবাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে

বর্ণিত আছে, উম্মে শোরাইক বিনতুল আকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নামী জনৈক মহিলা সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরবরা তখন কোথায় থাকবে? [দ্বীনের স্বার্থে মুকাবিলা করার জন্য তখন আরবরা আসবে না কেন?] উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তখন আরবরা থাকবে স্বল্পসংখ্যক। তদুপরি বেশিরভাগ আরব তখন [সিরিয়া] বাইতুল মাকদাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম ও শাসক হবেন জনৈক পূণ্যবান পুরুষ [মাহদী]। তাদের ইমাম যখন ফজর নামায পড়ানোর জন্য ইমামতির জায়নামাযে অগ্রসর হবেন, অকস্মাৎ [হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়াম [আলাইহিমাস সালাম] সেখানে [আসমান হতে] অবতরণ করবেন। [ইমাম] মাহদী পিছনে সরে আসবেন যেন ঈসা আলাইহিস সালাম নামায পড়ান। [হযরত] ঈসা [আলাইহিস সালাম] মাহদীর কাঁধের মধ্যভাগে হাত মুবারক রেখে বলবেন, সামনে যান; নামায পড়ান। কেননা, আপনার জন্যই ইকামত দেয়া হয়েছে। অতএব, তাদের ইমাম [মাহদী] সকলের ইমামতি করবেন।

পাঁচ

٥. عن عثمان بن ابی العاص ﷺ مرفوعا وینزل عیسی ابن مریم علیهما السلام عند صلوة الفجر فیقول له الناس یاروح الله تقدم فصل بنا فیقول انکم معاشر امة محمد امراء بعضکم علی بعض فتقدم انت فصل بنا فیتقدم الامیر فیصلی بهم.

হযরত উসমান বিন আবুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, [হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়ম [আলাইহিমাস সালাম] ফজরের নামাযের সময় [আসমান হতে] অবতরণ করবেন। অতঃপর লোকেরা তাঁর নিকট আবেদন করবে, হে রূহুল্লাহ! সামনে যান, নামায পড়ান। তখন ঈসা [আলাইহিস সালাম] বলবেন, তোমরা উম্মতে মুহাম্মদী। এ উম্মতেরা কেউ কেউ কারো কারো ইমাম। [ইমাম মাহদীকে বলবেন,] সুতরাং আপনিই নামায পড়ান। অতএব, মুসলমানদের আমীর [মাহদী] সামনে অগ্রসর হবেন এবং নামায পড়াবেন।

ছয়

٦. عن عبد الله بن عمرو ﷺ قال المهدى الذى ينزل عليه عيسى ابن مريم عليهما السلام ويصلى خلفه عيسى.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম ইমাম মাহদীর পরবর্তীতে অবতরণ করবেন এবং তাঁর পেছনে [কোন ওয়াক্তের] নামায আদায় করবেন।

সাত

٧. عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال قال رسول الله ﷺ منا الذى يصلى عيسى ابن مريم خلفه.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তিনি আমারই বংশের পুরুষ হবেন, যাঁর পিছনে নামায আদায় করবেন [হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়ম [আলাইহিমাস সালাম]।

আট

٨. عن خذيفة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يلتفت المهدى وقد نزل عيسى ابن مريم كانما يقطر من شعره الماء فيقول المهدى تقدم صل بالناس فيقول عيسى عليه السلام انما اقيمت الصلوة لک فيصلى خلف رجل من ولدى.

হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- ঈসা [আলাইহিস সালাম] যখন অবতরণ করবেন, তখন তাঁকে দেখে মনে হবে যেন তাঁর চুল হতে পানি ঝরছে। তখন [ইমাম] মাহদী তাঁকে নিবেদন করবেন- যান, লোকদের নামায পড়ান। তিনি বলবেন, এ নামাযের ইকামত তো আপনার

জন্যই দেয়া হয়েছে, সুতরাং আপনিই নামায পড়াবেন। অতএব, তিনি [হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম] আমারই বংশের একজন পুরুষের পিছনে নামায পড়বেন।

নয়

٩. عن ابن سيرين قال المهدى من هذه الامة وهو الذى يؤم عيسى ابن مريم عليهما السلام.

ইবনে সীরিন বলেন, [ইমাম] মাহদী হবেন এ উম্মতেরই একজন। তিনি হবেন সেই পুরুষ, যিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নামাযে ইমামতি করবেন।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) বুখারী, আস-সহীহ, ৩:১২৭২, হাদীস নং- ৩২৬৫
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, ১:১৩৬, হাদীস নং- ১৫৫
(গ) ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, ১৫:২১৩, হাদীস নং-৬৮০২

(২) (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, ১:১৩৭, হাদীস নং- ১৫৬
(খ) ইবনে হাব্বান, আস-সহীহ, ১৫:২৩১, হাদীস নং-৬৮১৯
(গ) বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৯:১৮০
(ঘ) আবু উআনাহ, আল মুসনাদ, ১:৯৯, হাদীস নং-৩১৭

(৩) (ক) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩:৪৪৪, হাদীস নং-১৪৯৯৭
(খ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৪৪৪

(৪) (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ২:১৩৬১, হাদীস নং-৪০৭৭

(৫) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫২৪, হাদীস নং-৮৪৭৩
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ৯:৬০, হাদীস নং-৮৩৯২

(৬) (ক) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৭৩, হাদীস নং-১১০৩
(খ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৮

(৭) (ক) মুহাম্মদ বিন আবী বকর আদ-দামেশকী, আল-মানারুল মুনীফ, ১:১৪৭, হাদীস নং-৩৩৭
(খ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৪

(৮) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৮১

(৯) (ক) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫১৩, হাদীস নং-৩৭৬৪৯
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৭৩, হাদীস নং-১১০৭

দশম পরিচ্ছেদ

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের আনুগত্য ওয়াজিব; তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করা কুফরি

এক

١. عن شهر بن حوشب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ فى المحرم ينادى من السماء : ألا إن صفو ة الله فلان، فاسمعوا له وأطيعوا، فى سنة الصوت والمعمة.

হযরত শাহর বিন হাওশব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, মুহাররম মাসে আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করবেন : সাবধান! নিশ্চয় অমুক বান্দা আল্লাহর নির্বাচিত পুরুষ। অতএব, তোমরা তাঁর কথা শোন এবং তাঁর আনুগত্য কর।

দুই

٢. عن جابر بن عبد الله ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدى فقد كفر.

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমন বিষয়ে অস্বীকার করল, সে অবশ্যই কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি [ইমাম] মাহদী'র আবির্ভাবকে অস্বীকার করল, সেও অবশ্যই কুফরী করল।

তিন

٣. عن ابن عمر ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ يخرج المهدى وعلى رأسه عمامة، فيأتى مناد ينادى: هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, [ইমাম] মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর মাথায় পাগড়ী থাকবে। অতঃপর একজন আহবায়ক আহবান করতে করতে এসে বলবেন : এ মাহদী হলেন আল্লাহর খলিফা; সুতরাং তোমরা সকলেই তাঁর আনুগত্য কর।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:২২৬, হাদীস নং-৬৩০
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৩৮, হাদীস নং-৯৮০
(গ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৬

(২) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৩

(৩) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৬
(খ) তাবরানী, মসনদুস সামীয়িন, ২:৭১, হাদীস নং- ৯৩৭
(গ) দায়লমী, আল ফিরদৌস, ৫:৫১০, হাদীস নং-৮৯২০

একাদশ পরিচ্ছেদ

শেষ যামানার ইমাম হবেন ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম; তাঁর জন্য আসমান-যমীনের নিদর্শনসমূহ প্রতিভাত হবে

এক

١. عن سلمان بن عيسى قال: بلغنى أنه على يدى المهدى يظهر تابوت السكينة من بحيرة طبرية حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت مقدس، فإذ نظرت إليه اليهود أسلمت إلا قليلا منهم.

হযরত সালমান বিন ঈসা বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তাবারিয়া উপসাগর হতে 'তাবতুস সকীনাহ' শবাধার আবিষ্কার হবে। এটি বহন করে এনে তাঁর [ইমাম মাহদীর] সামনে বায়তুল মাকদাসের পাশে রাখা হবে। ইহুদীরা যখন এ [শবাধার]টি দেখবে, সাথে সাথে কিছু লোক ব্যতিত সকলেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

দুই

٢. عن كعب ﷺ قال: يطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدى، له ذنب يضئ.

হযরত কা'আব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে পূর্বাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় লেজবিশিষ্ট একটি নক্ষত্র উদিত হবে।

তিন

٣. عن شريک ﷺ قال: بلغنى أنه قبل خروج المهدى ينكسف القمر فى شهر رمضان مرتين.

হযরত শোরাইক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে রমযান মাসে

দু'বার চন্দ্রগ্রহণ হবে।

চার

٤. عن على ﷺ قال: إذا نادى مناد من السماء إن الحق فى آل محمد فعند ذلک يظهر المهدى على أفواه الناس، ويشربون حبه، ولا يكون لهم ذكر غيره.

হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আসমান হতে আহবানকারী আহবান করবেন যে, ধ্রুব সত্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বংশের মধ্যেই নিহিত। তখন লোকজনের মুখে মুখে ইমাম মাহদীর প্রকাশ হয়ে থাকবে। লোকদের অন্তরে তাঁর প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা স্থাপন করিয়ে দেয়া হবে। তাদের মুখে একমাত্র তাঁর কথা ব্যতিত অন্য কারো আলোচনা থাকবে না।

পাঁচ

٥. عن ثوبان ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدى"

হযরত সওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যখনই তোমরা খোরাসান রাজ্য হতে কালো পতাকাধারী [কাফেলা] আসতে দেখবে, অবশ্যই তোমরাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; যদিও তোমাদেরকে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েই আসতে হয়। কেননা, এ কাফেলায় থাকবেন আল্লাহর খলিফা স্বয়ং মাহদী।

ছয়

٦. عن أبى الجلد قال: تكون فتنة بعدها فتنة، الأولى فى الآخرة كشمرة السوط يتبعها ذباب السيف، ثم يكون بعد ذلک فتنة استحل فيها المحارم كلها، ثم تأتى الخلافة خير أهل الأرض وهو قاعد فى بيته.

হযরত আবুল জিল্‌দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি ফিতনার উদ্ভব হবে। এটির পর আরো একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে। এর পরপর হবে তলোওয়ারের ধার। এসবের পর আরেকটি [নতুন] ফিতনা হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহর সমুদয় হারামকৃত বিষয় বৈধ করে দেয়া হবে। অতঃপর সমগ্র দুনিয়াবাসীদের মধ্য হতে সর্বোত্তম পুরুষের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব আসবে; অথচ এমতাবস্থায় তিনি নিজ ঘরে অবস্থান করবেন।

সাত

٧. عن عبد الله بن عمرو ﷺ قال: يحج الناس معا، ويعرفون معا، على غير إمام، فبينا هم نزول بمنى إذ أخذهم كالكلب، فثارت القبائل بعضهم إلى بعض، فاقتتلوا حتى تسيل العقبة دما، فيفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو ملصق وجهه إلى الكعبة، يبكي كأني أنظر إلى دموعه، فيقولون: هلم إلينا، فلنبايعك، فيقول : ويحكم كم من عهد نقضتموه، وكم من مد سفكتموه! فيبايع كرها ; فإن أدركتموه فبايعوه، فإنه المهدى في الأرض والمهدى في السماء.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা একত্রে হজ্ব করবে। ইমামবিহীন অবস্থায় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করবে। যখন তারা মিনায় অবতরণ করতে যাবে, তখন একটি ফিতনা তাদেরকে কুকুরের ন্যায় আক্রমণ করবে। [ফলে] বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলবে। পরস্পর খুনাখুনি হবে। এমনকি এলাকায় রক্তের ফোয়ারা বইতে থাকবে। [এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে] তারা সকলে শ্রেষ্ঠ মহান পুরুষের আশ্রয়ের জন্য তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হবে। তখন তিনি [সেই মহান পুরুষ] কা'বা শরীফের সাথে নিজ চেহারা লাগিয়ে কান্নারত থাকবেন। আমি যেন তাঁর চোখের পানি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তারা সকলে তাঁর নিকট আবেদন করবে, "আপনি আমাদের নিকট তশরীফ নিয়ে আসুন; আমরা সকলে আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করব"। তিনি বলবেন- তোমাদের জন্য আফ্‌সোস! তোমরা কত যে

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ; আর কত যে রক্তারক্তি করেছ। অতঃপর একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনি তাদেরকে গ্রহণ করে নিবেন। তোমরা যখনই সেই মহান পুরুষকে পাবে, অবশ্যই তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। কেননা, তিনি যেমন পৃথিবীর মাহদী, তেমনি আসমানেরও মাহদী।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৮৩
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৬০, হাদীস নং-১০৫০

(২) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৮২
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:২২৯, হাদীস নং-৬৪২

(৩) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৮২
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:২২৯, হাদীস নং-৬৪২

(৪) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৮
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৩৪, হাদীস নং-৯৬৫

(৫) (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ২:১৩৬৭, হাদীস নং-৪০৮৪
(খ) আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৫:২৭৭, হাদীস নং-২২৪৪১
(গ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩১১, হাদীস নং-৮৯৬
(ঘ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৩

(৬) (ক) ইবনে আবী শাইবা, আল-মুসান্নিফ, ৭:৫৩১, হাদীস নং-৩৭৭৫৪
(খ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৩

(৭) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৩
(খ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:২২৭, হাদীস নং-৬৩২
(গ) আবু আমর আদ-দানী, আস-সুনানুল ওয়াদাহ ফিল ফিতন, ৫:১০৪৪, হাদীস নং-৫৬০

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম পৃথিবীর বুকে দ্বাদশ ইমাম ও আল্লাহর সর্বশেষ খলীফা

এক

١. عن جابر بن سمرة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يزال هـذا الـديـن قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الامة، فسمعت كلاما من النبى ﷺ لم افهمه، قلت لأبى: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش.

হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তোমাদের উপর বারজন খলিফা আসা পর্যন্ত এ দ্বীন [ইসলাম] কায়েম থাকবে। তাঁদের সকলের উপর উম্মতদের ঐকমত্য থাকবে। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আরও কিছু ইরশাদ করতে শুনেছি, যা আমি ভালরূপে বুঝতে পারি নি। অতঃপর আমি আমার পিতার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি [নবীজি] কী ইরশাদ করেছেন? পিতা আমাকে বললেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন, তাঁরা সকল [বার জন] খলিফাই কুরাইশ বংশ থেকে হবেন।

দুই

٢. عـن جابر بن سمرة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : لايزال هذا الدين عزيزا الى اثنى عشر خليفة قال: فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية قلت لابى: ياابت ما قال؟ قال: كلهم من قريش.

হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে ইরশাদ করতে শুনেছি, বারজন খলিফার আগমন পর্যন্ত এ দ্বীন [ইসলাম] বিজয়ী থাকবে। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, [এ কথায়] উপস্থিত লোকসকল [উচ্চস্বরে] 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠলেন এবং একটি গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়। অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছোট আওয়াজে কিছু একটা বললেন। আমি পিতার কাছে জানতে চাইলাম, আব্বাজান! তিনি কী ইরশাদ করেছেন? [পিতা আমাকে বললেন,] তিনি ইরশাদ করেছেন, [বারজন] সকল খলিফাই কুরাইশ বংশেরই হবেন।

ইমাম সুয়ূতী [রহ.] 'আল হাদী লিল ফাতওয়া' গ্রন্থে আবু দাউদ শরীফের উপরোক্ত বর্ণনার উপর গবেষণা করতে গিয়ে বলেন :

تنبيه : عـقـد أبـو داود فى سننه بابا فى المهدى وأورد فى صدره حديث جـابـر بـن سـمرة عن رسول الله ﷺ : "لا يـزال هـذا الـدين قائما حتى يـكـون اثـنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة" . وفى رواية "لا يزال هـذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش"، فاشار بذلك إلى ما قاله العلماء إن المهدى أحد الاثنى عشر.

ইমাম আবু দাউদ স্বীয় কিতাব 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় বানিয়েছেন। এ অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, বারজন খলিফা আগমন করা পর্যন্ত দ্বীন কায়েম থাকবে। সেসব খলিফার উপর আমার উম্মতের ঐকমত্য থাকবে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, বারজন খলিফা আসা পর্যন্ত এ দ্বীন বিজয়ী থাকবে। আর সকল খলিফাই কুরাইশ বংশের হবেন।

ইমাম আবু দাউদ এ স্বতন্ত্র অধ্যায়টির মাধ্যমে যেন ওলামাগণকে এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে, "ইমাম মাহদী হবেন এই বারজন খলিফারই একজন"।

ইমাম সুয়ূতী এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথা স্থির করেন যে, ইমাম মাহদী হবেন পৃথিবীর বুকে দ্বাদশ ও সর্বশেষ ইমাম [খলিফা]। কেননা, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইমাম মাহদী সম্পর্কিত পর্বের প্রারম্ভ এ দু'টি হাদীসের মাধ্যমে করতঃ পুনরায় হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন :

٢. عن ام سلمة ﵂ قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة.

ইমাম মাহদী আগমন করবেন আমার বংশে; [হযরত] ফাতেমার [বংশধারায়] একজন আওলাদ হয়ে।

এ হাদীসটির পূর্বে তিনি সেই হাদীসও সন্নিবেশ করেছেন, যাতে ইরশাদ হয়েছে- "কিয়ামত সংঘটিত হবার একদিনও যদি অবশিষ্ট থাকে, [সেদিনের জন্য] আল্লাহ তা'আলা আমার আহলে বায়তের একজনকে [মাহদীকে] প্রেরণ করবেন, যিনি সমগ্র দুনিয়াকে আদল-ইনসাফ দিয়ে ভরপুর করে দিবেন, যে দুনিয়া ইতোপূর্বে যুলুম-অত্যাচারে নিমজ্জিত ছিল।"

তিন

٣. عن أبى سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدى، يكون عطاؤه هنيئا.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় যখন বিভিন্ন ধরণের ফিতনা প্রকাশ পাবে, সেসময় একজন পুরুষ উদয় হবেন, যাঁকে বলা হবে মাহদী। তাঁর দান-দক্ষিণা [বেশ] উপযুক্ত ও রুচিসম্মত থাকবে।

চার

٤. عن الزهرى قال: (اذا) التقى السفيانى والمهدى للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء : ألا إن أولياء الله أصحاب فلان. يعنى المهدى، وقالت أسماء بنت عميس : إن أمارة ذلك اليوم أن كفا من السماء مدلاة ينظر إليها الناس.

ইমাম যুহরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনী ও ইমাম মাহদীর সৈন্যদল যখন মুখোমুখি হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আসমান হতে আওয়াজ ধ্বনিত হবে,"সাবধান! অবশ্যই [ইমাম] মাহদীর অনুগামীরাই আল্লাহর বন্ধু।"

আসমা বিনতে আমীস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সেদিনের নিদর্শন হবে, আসমান হতে একটি ঝুলন্ত হাত দেখা যাবে, লোকেরা [সবাই] এটি দেখতে পাবে।

পাঁচ

٥. عن على ﵁ قال: قلت: يارسول الله ﷺ أمنا آل محمد المهدى ام من غيرنا؟ فقال : لا، بل منا، يختم الله به الدين كما فتح بنا، وبنا ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخوانا فى دينهم.

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি [নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দরবারে] আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! [ইমাম] মাহদী কি আমাদের মুহাম্মদী বংশে আসবেন, না ভিন্ন কোন বংশ থেকে? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, না; বরং তিনি আমাদেরই বংশে আসবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে সেভাবেই দ্বীন [এর রাজত্ব] সমাপ্ত করবেন, যেভাবে তা আরম্ভ করা হয়েছিল আমাদের দিয়ে। আমাদের দিয়েই লোকজনকে ফিতনা থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে, যেভাবে তাদেরকে শিরক থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছিল। আমাদের দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ফিতনার পারস্পরিক শত্রুতার পর তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা শিরকের অন্ধোপাস থেকে [আমাদের মাধ্যমে] তাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন। আমাদেরই মাধ্যমে ফিতনা-ফ্যাসাদ, হানাহানির পর লোকেরা

পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাবে, যেমনিভাবে তারা শিরকের হানাহানির পর দ্বীন ইসলামে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হয়েছিল।

ছয়

٦. عن أرطاة قال : ثم يخرج رجل من أهل بيت النبى ﷺ مهدى حسن السيرة، يغزو مدينة قيصر وهو آخر أمير من أمة محمد ﷺ، ثم يخرج فى زمانه الدجال وينزل فى زمانه عيسى ابن مريم.

হযরত আরতাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতঃপর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র আহলে বায়ত [পবিত্র বংশ] হতে একজন অনুপম চরিত্রের মহান পুরুষ [মাহদী] আবির্ভূত হবেন। তিনি রোম সম্রাটের নগরীতে যুদ্ধ করবেন। তিনি হবেন উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বশেষ আমীর [শাসনকর্তা]। অতঃপর তাঁর সময়কালে দাজ্জাল বের হবে। তাঁর সময়কালেই আসমান হতে [হযরত] ঈসা ইবনে মরিয়ম [আলাইহিমাস সালাম] অবতরণ করবেন।

ইমাম সুয়ূতী [রহ.] 'আল হাদী লিল ফাতওয়া' গ্রন্থে ইমামে মুনতাজার [ইমাম মাহদী]'র আবির্ভাবের সময়কালের নিদর্শনাবলী ও লক্ষণাদি আলোকপাত করার পর বলেন :

هذه الآثار كلها لخصتها من كتاب "الفتن" لنعيم بن حماد، وهو أحد الائمة الحفاظ، وأحد شيوخ البخارى.

এ নিদর্শন ও লক্ষণসমূহ আমি নঈম বিন হাম্মাদের কিতাব 'আল ফিতান' থেকে সংগ্রহ করেছি। আর তিনি [নঈম বিন হাম্মাদ] হলেন হাফেযে হাদীসগণের একজন এবং ইমাম বুখারীর শায়খ [ওস্তাদ]গণের মধ্যে একজন।

সাত

٧. عن جابر ﷺ قال قال : رسول الله ﷺ يكون فى آخر امتى خليفة يحثى المال حثيا ولا يعده عدا.

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের শেষ যামানায় একজন খলিফা আগমন করবেন, যিনি সম্পদ বিতরণ করবেন অকাতরে; তিনি তা গণনাও করবেন না।

আট

٨. وعن جابر ﷺ عن النبى ﷺ قال يكون فى امتى خليفة يحثى المال فى الناس حثيا لا يعده عدا ثم قال والذى نفسى بيده ليعودن.

(رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে একজন খলিফার আগমন হবে। তিনি লোকদের নিকট প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন, এক্ষেত্রে তিনি কোন হিসাব করবেন না। যাঁর পবিত্র হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্ত্বার শপথ! অবশ্যই [ইসলামের বিজয়ের যুগ] পুনঃ প্রত্যাবর্তন করবে। [অর্থাৎ সকল ইসলামী কর্মকাণ্ড বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়ার পর তাঁর যামানায় তা পুনর্জীবিত হবে।]

নয়

٩. عن ابن مسعود ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتى يملك رجل من أهل بيتى يواطى، اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى، يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويقسم المال بالسوية، ويجعل الله الغنى فى قلوب هذه الأمة، فيمكث سبعا أو تسعا، ثم لا خير فى عيش الحياة بعد المهدى.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যদি পৃথিবী [বয়স] একরাতও অবশিষ্ট থাকে, তদুপরি আল্লাহ তা'আলা সেই

রাতটিকে দীর্ঘায়িত করে দিবেন। যেন আমার বংশ হতে এক পুরুষ রাজত্ব করবেন। তাঁর নাম হবে আমার নামে [মুহাম্মদ] এবং তাঁর পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে [আবদুল্লাহ]। পৃথিবীকে তিনি আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়-নীতি ও সাম্য দিয়ে ভরপুর করে দিবেন, যেভাবে তা পূর্বে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। আর তিনি প্রচুর পরিমাণ সম্পদ মানুষের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের অন্তরে প্রাচুর্য মনোভাব [সৃষ্টি করে] দিবেন। তিনি রাজত্ব করবেন সাত কিংবা নয় বছর পর্যন্ত। অতঃপর [ইমাম] মাহদীর পরবর্তীতে [জীবনযাপনে] কোন ধরণের মঙ্গল অবশিষ্ট থাকবে না।

তথ্যসূত্র : (হাদীস নং অনুসারে)

(১) (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৬, হাদীস নং-৪২৮৯

(২) (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৬, হাদীস নং-৪২৮১/৮১

সতর্কতা : সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৮৫

উম্মে সালমা (রা.)'র হাদীস : আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪:১০৬, হাদীস নং-৪২৮৪

(৩) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৩

(৪) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৭৬

(৫) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬১
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল আওসাত, ১:৫৬, হাদীস নং-১৫৭
(গ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৭০, হাদীস নং-১০৮৯
(ঘ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩৭১

(৬) (ক) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৪০২, ৪০৮, হাদীস নং-১২১৪, ১২৩৪
(খ) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৮০

(৭) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬০, ৬১

(৮) (ক) হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ৪:৫০১, হাদীস নং-৮৪০০
(খ) হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭:৩১৬
(গ) নঈম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতন, ১:৩৬২, হাদীস নং-১০৫৫

(৯) (ক) সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, ২:৬৪
(খ) তাবরানী, আলমুজামুল কবীর, ১০:১৩৩, হাদীস নং-১০২১৬
(গ) আবু আমর আদ-দানী, আস-সুনানুল ওয়াদাহ ফিল ফিতন, ৫:১০৫৫, হাদীস নং-৫৭২

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু দাউদ। সোলায়মান বিন আল আশআছ আস-সিজিস্তানী আল-ইয়াজদী (জন্ম : ২৭৫ হি.)। আস সুনান। বৈরুত, দারুল ফিকির।

২. ইবনে আবী শায়বা। আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুফী (জন্ম : ২৩৫ হি.)। আল মাসহাফ, আর রিয়ায। মাকতাবুর রুশদ, ১৪০৯ হি.

৩. ইবনু মাজাহ। মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ আবু আবদুল্লাহ আল কাযবীনী (জন্ম : ২৭৫ হি.) আস সুনান। বৈরুত, দারুল ফিকির।

৪. ইবনে হাব্বান। মুহাম্মদ বিন হাব্বান বিন আহমদ আবু হাতিম আত তামিমী (জন্ম : ২৫৪ হি.)। আস সহীহ। বৈরুত, মুআস সাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ইং।

৫. এযদী। মুয়াম্মার বিন রাশেদ (জন্ম : ১৫১ হি.)। আল জামি'। বৈরুত, মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

৬. ইবনে রাহবিয়া, ইসহাক বিন ইবরাহীম ইলমুরুযী (জন্ম : ২৩৮ হি.), আল মুসনাদ, মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবুল ঈমান, ১৯৯৫ইং।

৭. আবু ইয়ালা, আহমদ বিন আলী আল মুছেলী আত তামিমী (জন্ম : ৩০৭ হি.)। আল মুসনাদ, দামেস্ক, দারুল মামুন লিত্ তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ইং।

৮. আবু ওমর বিলদানী, ওসমান বিন সাঈদ আল মিকরাঈ (জন্ম : ৪৪৪ হি.)। আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান। আর রিয়াদ, দারুল আছিমা, ১৪১৬ হি.।

৯. আহমদ বিন হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আশ শায়বানী (জন্ম : ২৪১ হি.)। আল মুসনাদ, মিসর, মুআসসাসায়ে কুরতুবা।

১০. ইবনে মুন্দাহ, মোহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া (জন্ম : ৩৯৫ হি.)। আল ঈমান, বৈরুত, মুআছছাছাতুল কিতাবিছ ছিকাফিয়া, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ইং।

১১. ইবনে জারূদ, আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আলী আন-নিসাবুরী (জন্ম : ৩০৭ হি.)। আল মিসকী, বৈরুত, মুআছছাছাতুল কিতাবিছ ছিকাফিয়া, ১৪০৮ হি.

১২. আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক আল ইসফিরাঈনী (জন্ম : ৩১৬ হি.)। আল মুসনাদ, বৈরুত, দারুল মারিফা, ১৯৯৮ ইং।

১৩. ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শায়খ আহমদ সারহিন্দী (জন্ম : ১১৩৪ হি.)। মাকতুবাত, দেহলী, মাকতাবায়ে মুরতাজাভী, ১২৯০ হি.।

১৪. বোখারী, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল (জন্ম : ২৫৬ হি.)। আস-সহীহ। বৈরুত, দারু ইবনে কাসীর, আল ইয়ামামা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ইং।

১৫. বাযযার, আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদুল খালেক (জন্ম : ২৯২ হি.)। আল মুসনাদ। বৈরুত, মাকতাবাতুল মদীনা। ১৪০৯ হি.।

১৬. বায়হাকী, আবু বকর, আহমদ বিন আল হোসাইন বিন আলী বিন মূসা (জন্ম : ৪৫৮ হি.)। সুনানুল বায়হাকী আল কুবরা। মক্কাতুল মুকাররমা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি.

১৭. তিরমিযী, মোহাম্মদ বিন ঈসা (জন্ম : ৩৭৯ হি.)। আল জামিউস সহীহ। বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরবী।

১৮. হাকেম, আবু আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আন নিসাবুরী (জন্ম : ৪০৫ হি.)।

আল মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন। বৈরুত। দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া। ১৪১১ হি.

১৯. দাইলামী। আবু শুজা শায়রাবিয়া বিন শাহরদার বিন শায়রাবিয়া আল হামদানী (জন্ম : ৫০৯ হি.)। আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব। বৈরুত,দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া। ১৯৮৬ইং

২০. রোয়ানী, আবু বকর মোহাম্মদ বিন হারুন (জন্ম : ৩০৭ হি.)। আল মুসনাদ। কাহেরা। মুআসসাসাতু কুবরা। ১৪১৬ হি.

২১. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (জন্ম : ৯১১ হি.)। আল হাদী লিল ফাতাওয়া। ফায়সালাবাদ।

২৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (জন্ম : ১১৭৬ হি.)। আত তাফহীমাতুল ইলাহিয়াহ। হায়দরাবাদ, পাকিস্তান। মাতবায়ে হায়দরী। ১৯৬৭ ইং।

২৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (জন্ম : ১১৭৬ হি.)। হুমআত। হায়দরাবাদ, পাকিস্তান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী।

২৪. শাহ ইসমাঈল দেহলভী (জন্ম : ১২৪৬ হি.)। সিরাতে মুস্তাকীম। দেওবন্দ, ভারত। কুতুবখানা আশরাফিয়া।

২৫. তিবরানী, আবু কাসেম সোলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব (জন্ম : ৩৬০ হি.)। আল মুজামুল কবীর। আল মুসিল। মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম। ১৪০৪ হি.

২৬. তিবরানী, আবু কাসেম সোলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব (জন্ম : ৩৬০ হি.)। মুসনাদুশ শামিয়ীন। বৈরুত। মুআসসাতুর রিসালাহ। ১৪০৫ হি.

২৭. তিবরানী, আবু কাসেম সোলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব (জন্ম : ৩৬০ হি.)। আল মুজামুল আওসাত। আল কাহেরা। দারুল হেরমাইন। ১৪১৫ হি.

২৮. ইবনে হাজার আসকালানী, আবুল ফজল আহমদ বিন আলী (জন্ম : ৮৫২ হি.)। ফাতহুল বারী। বৈরুত। দারুল মারিফা। ১৩৭৯ হি.

২৯. মুসলিম বিন আল হুজ্জাজ, আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নিসাবুরী (জন্ম : ২৬১ হি.)। আস সহীহ। বৈরুত। দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরবী।

৩০. মুকাদ্দাসী, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহিদ বিন আহমদ আল হানাফী (জন্ম : ৬৪৩ হি.)। আল আহাদীসুল মুখতারা। মক্কাতুল মুকাররমা। মাকতাবাতুন নাহদাতিল হাদীসাহ। ১৪১০ হি.

৩১. মুনাদী, আবদুর রউফ (জন্ম : ১০৩১ হি.)। ফয়জুল কদীর। মিশর। আল মাকতাবাতুত তুজ্জারিয়া আল কুবরা। ১৩৫৬ হি.

৩২. মোহাম্মদ বিন আবি বকর আদ দামেশকী, আবু আবদুল্লাহ (জন্ম : ৭৫১ হি.)। আল মানারুল মুনিফ। হালব। মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, ১৪০৩ হি.

৩৩. নাঈম বিন হাম্মাদ, আবু আব্দুল্লাহ আল মুরাওওয়াজী (জন্ম : ২৮৮ হি.)। আল ফিতান। আল কাহেরা, মাকতাবাতুত তাওহীদ। ১৪১২ হি.

৩৪. হাইছমী, আলী বিন আবি বকর (জন্ম : ৮০৭ হি.)। মাজমাউয যাওয়ায়েদ। কাহেরা। বৈরুত। দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ। দারুল কিতাবিল আরবী। ১৪০৭ হি.

৩৫. হাইছমী, আলী বিন আবি বকর (জন্ম : ৮০৭ হি.)। মুয়ারিদুয যমআন। বৈরুত। দারুল কুতুবুল ইলমিয়া।

--- সমাপ্ত ---

www.SahihAqeedah.com